The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

হাদীস শাস্ত্রে আল-ইসনাদের গুরুত্ব: একটি পর্যালোচনা

[The Importance of Al-Isnad in Hadith: An Overview]

Dr. Muhammad Mahbubur Rahman
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 25 February 2025
Received in revised: 26 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Al-Hadith, Al-Isnad, Importance.

ABSTRACT

The chain of transmission of the Hadith to its narrator, along with the systematic arrangement of the narrators, is called *Isnad*. It is a fundamental aspect of Hadith literature. Scholars have divided *Isnad* into several types—among them *Mutasil, Munqati, Isnadul Ali,* and *Isnadul Nazl* are notable. Additionally, various forms of Isnad have been identified. *Isnad* is a distinctive feature of the Ummah of Prophet Muhammad (peace be upon him). The Ummahs of other prophets and messengers could not preserve and transmit the words and messages of their prophet through a reliable chain of narrators. There is no other way to verify or distinguish between authentic and fabricated Hadith except through the chain of *Isnad*. Therefore, *Isnad* plays a vital role in determining the authenticity of Hadith. Its importance is equivalent to that of the foundation of a house or the soul in a human body. A Hadith without *Isnad* has no value or permanence.

১. ভূমিকা

ইসলামের মূল উৎস হলো আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সা-এর অমিয় বাণী। রাসূলুল্লাহ্ সা-এর মুখনিঃসৃত বাণীগুলো আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যে সকল মহামনীষী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদেরকেই ইসনাদ বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইসনাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর উপর ভিত্তি করে হাদীসের প্রামাণ্যতা যাচাই করার বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করে থাকে। বিশেষ করে নতুন ফিতনা মুনকিরীনে হাদীস সম্প্রদায়তো রীতি মত এসব বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান না রেখেও অসংখ্য ধরনের প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপন করে। ইসনাদ এ উম্মতের একটি সম্মান জনক বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কোনো উম্মত এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। ইসনাদ মর্যাদাশীল ও তাকীদপূর্ণ সুন্নাত। অতএব হাদীস ও খবর বর্ণনায় ইসনাদের ওপর নির্ভর করা মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসনাদুল হাদীস সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২. ইসনাদুল হাদীসের পরিচয়

২.১ আভিধানিক অর্থ

আল-ইসনাদ الْإِسْنَادِ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন اَسَانِيْد অর্থাৎ উদ্ধৃতি দেয়া, দুই শব্দের মাঝে পূর্ণ অর্থবহ সংযোগ বা সংযোগসাধন। ইসনাদের শাব্দিক অর্থ اَلضَّمُّ মিলানো, সম্পৃক্ত করা, সংযুক্ত করা, যুক্ত করা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা। যেমন বলা হয় أسند فُلَانٌ এর অর্থ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ। সনদকে এই জন্য আল-মু‘তামাদু الْمُعْتَمَدُ বলা হয়েছে যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা একমাত্র এর উপর নির্ভরশীল। صعود বা আরোহণ অর্থেও এটি প্রয়োগ হয়ে থাকে।[১] যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে, رأَيت النساءَ يُسْنِدْن فِي الجَبْلِ ‘বর্ণনাকারী বলেন, আমি [উহুদের দিনে] কুরায়শ মহিলাদেরকে পাহাড়ে আরোহণ করতে দেখেছি। এছাড়া পাহাড় সংলগ্ন নিম্ন সমতল ভূমি থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিকেও সনদ বলা হয়। আল-জাওহারী র. (মৃত ৩৯৩ হি./১০০৩ খ্রি.) বলেন, السَّنَدُ مَا قَابَلَكَ مِنَ الجَبْلِ وَعَلَا عَنِ السَّفْحِ. ‘নিম্ন সমতল ভূমি অপেক্ষা পাহাড়ের উঁচু ভূমিকে সনদ বলা হয়।’[২] ইব্ন মানযূর আল-ইফরীকী র. (মৃত ৭১১ হি.) বলেন, السَّنَدُ: مَا ارتَفَعَ مِنَ الأَرض فِي قُبُل الجَبْلِ أَو الْوَادِي ‘সাধারণ ভূমি থেকে পাহাড় অথবা উপত্যকার উঁচু ভূমিকে সনদ বলা হয়।’[৩]

২.২ পারিভাষিক সংজ্ঞা

হাদীসের মতন (মূল বক্তব্য) পর্যন্ত পৌঁছানোর রাবীদের ক্রমাধারাকে ইসনাদ বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ ইসনাদের পারিভাষিক বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যার বর্ণনা মূলত একই ধরনের। নিম্নে তার কয়েকটি প্রদত্ত হলো :

১. ইবন হাজার আল-আসকালানী র. (মৃত ৮৫২ হি.) বলেন, الإسناد: حِكَايَةُ طَرِيق الْمَتْن 'হাদীসের মতন পর্যন্ত পৌঁছার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করাকে ইসনাদ বলে।'[৪]

২. মান্না' আল-কাত্তান (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.) বলেন,

قَدْ يُطلَقُ الإِسْنَادُ عَلَى مُلَةِ الرِّجَالِ المُوصِلَةِ لِلْمَتْنِ. فَيَكُونُ هذا مُرادفا للسَّنَدِ

'হাদীসের মূল ভাষ্য পর্যন্ত পৌঁছার দেয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বর্ণনাকারী থাকেন, তাদের ধারাবাহিকতাকেই ইসনাদ বলে। ইসনাদ ও সানাদ শব্দদ্বয় পরস্পর সমার্থবোধক।'[৫]

৩. মুহাদ্দীসগণ ইসনাদ শব্দটিকে সনদের অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ নিরিখে এর সংজ্ঞা হলো- سَلْسَلَة الرِّجَال الْمُوْصِلَةِ إِلَى الْمَتْنِ. 'মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সূত্র।'[৬]

৪. কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইসনাদ শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন, عَزْوُ الْحَدِيْثِ إِلَى قَائِلِهِ مُسْنَداً. 'কোনো বক্তব্য বা বাণীকে বর্ণনা পরম্পরায় প্রবক্তার প্রতি সম্পর্কযুক্ত করাকে ইসনাদ বলা হয়।'[৭]

৫. ড. আব্দুল্লাহ্ শা'বান বলেন,

هُوَ سَلْسَلَة الرِّجَال اَلَّذِيْنَ نقلوا الحديث عن رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْنَ أسند إِلَيْهِمْ الرَّاوِيْ حَدِيْثه.

'রাসূলুল্লাহ্ সা থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের ক্রমধারার নামই হলো সনদ।'[৮]

মুহাদ্দিসগণ সনদকে ইসনাদ শব্দেও ব্যবহার করে থাকেন। মূলত শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তবে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইসনাদ শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন,عَزْوُ الْحَدِيْثِ إِلَى قَائِلِهِ مُسْنَداً- এর অর্থ হলো, 'কোনো বক্তব্য বা বাণীকে বর্ণনা পরম্পরায় প্রবক্তার প্রতি সম্পর্কযুক্ত করাকে ইসনাদ বলা হয়।'[৯]

৩. ইসনাদের প্রকার

হাদীস বিশারদগণ ইসনাদকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন- ১. আল-মুত্তাসিল (اَلْمُتَّصِلْ). ২ আল-মুনকাতি' (اَلْمُنْقَطِعْ)।

১. **আল-মুত্তাসিল (اَلْمُتَّصِلْ):** যে হাদীস অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত (মারফূ' হোক কিংবা মাওকূফ) তাকে মুত্তাসিল বলে। অর্থাৎ যে হাদীসের সূত্র থেকে কোনো রাবী বাদ পড়েনি। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়

هو ما اتصل: يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راو عمن فوقه مباشرة

'মুত্তাসিল সনদের অর্থ হলো, যা অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে রিওয়াত করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক বর্ণনাকারী সরাসরি তাঁর উর্দ্ধতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন।'[১০]

ড. আব্দুর রহমান আল-খুমাইসী বলেন, هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا 'অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত হাদীস চাই তা মারফূ' হোক অথবা মাউকূফ হোক তাকে মুত্তাসিল বলা হয়।'[১১]

২. **আল-মুনকাতি' (اَلْمُنْقَطِعْ):** যে সনদ থেকে কোনো রাবীকে ফেলে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে মুনকাতি' বলা হয়। অর্থাৎ কোনো হাদীসের সনদ থেকে কোনো বর্ণনাকারী যদি বাদ পড়ে যায়, যার ফলে সনদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই সনদকে মুনকাতি' বলে।

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস সনদের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বিচারে ইসনাদকে দু'ভাবে বিভক্ত করেন। তা হলো- ১. আল-ইসনাদুল আলী (اَلْإِسْنَادُ الْعَالِى) ও ২. আল-ইসনাদুন্ নাযিল (اَلاِسْنَادُ النَّازِل)

৪.১ আল-ইসনাদুল আলী (اَلْإِسْنَادُ الْعَالِى) উচ্চতর ইসনাদ

আল-আলী (اَلْعَالِي) শব্দটি اَلْعُلُوُّ থেকে ইস্‌ম ফা'ইল-এর সীগাহ্, যা اَلنُّزُوْلُ-এর বিপরীত। অর্থাৎ উঁচু, উন্নত, শ্রেষ্ঠ। পরিভাষায় এমন ইসনাদকে আলী ইসনাদ বলা হয়, যাতে রাবীর সংখ্যা এমন ইসনাদের তুলনায় কম যাতে অধিক সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

هُوَ الَّذِي قَلَّ عَدَدُ رِجَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلى سَنَدٍ أَخَرَ يَرِدُ به ذلِكَ الْحَدِيثِ بِعَدَدِ أَكْثَرَ .

'এটা এমন ইসনাদ যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম। তবে এর نِّسْبَةِ এর ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক বর্ণনাকারীর শক্তির তুলনায় শুক্তি অধিক।'[১২] অর্থাৎ এর বর্ণনাকারী কম হলেও বর্ণনাকারীগণ খুবই শক্তিশালী। ফলে অধিক বর্ণনাকারী বিশিষ্ট হাদীসও এর কাছে দুর্বল হয়ে যায়।

কারো কারো মতে এ প্রকারের সংজ্ঞা এরূপ,

وهو ما قرب رجال سنده من رسول الله ﷺ بسبب قلة عددهم إذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير

'অপর সনদ অপেক্ষা যে সনদের বর্ণনাকারীগণ স্বল্প সংখ্যক হওয়ার কারণে বর্ণনা পরম্পরায় রাসূলুল্লাহ সা-এর নিকটবর্তী, তাকে আল-ইসনাদুল আলী তথা উচ্চতর সনদ বলা হয়।'[১৩]

মোটকথা অধিক সংখ্যক সাধানণ বর্ণনাকারীর তুলনায় কম সংখ্যক মানসম্মতও অধিক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীই ইসনাদে আলী।

৪.২ উচ্চতর ইসনাদের গুরুত্ব

মুহাদ্দিসগণের নিকট উচ্চতর সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ প্রকার সনদের মাধ্যমে জাল হাদীসের মিশ্রণ থেকে হাদীসকে মুক্ত রাখা যায়। হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীর সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে হাদীসের বিশুদ্ধতা অধিকতর অকাট্য হয়ে থাকে। এ জন্যই সকল যুগের আলিমগণ উচ্চতর সনদকে গুরুত্বের সাথে অনুসন্ধান করেছেন।[১৪] মহীউদ্দীন আন্-নববী (মৃত ৬৭৬ হি.) বলেন, **طلب الإسناد العالي سنة** 'উচ্চতর সনদ অনুসন্ধান করা সুন্নাত।'[১৫] ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বলেন, উচ্চতর সনদ (**الإسناد العالي**) অনুসন্ধানের জন্য সাহাবী ও তাবিঈ'গণ বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর সহচরবৃন্দ কূফা থেকে মদীনায় ভ্রমণ করে উচ্চতর সনদের মাধ্যমে উমর রা. থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।'[১৬] হাফিয আবুল ফাদল আল-মাকদিসী (মৃত ১১১৩ খ্রি.) বলেন, মুহাদ্দিসগণ উচ্চতর সনদের জন্য দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন।[১৭] জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ উচ্চতর সনদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়সের নিকটে শাম দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ার এক নিভৃত পল্লীতে উপস্থিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়সের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উনায়স! আমার নিকট তোমার একটি হাদীস পৌঁছেছে, যা তুমি রাসূলুল্লাহ সা থেকে শ্রবণ করেছ। আমার ভয় হয় যে, তোমার কাছ থেকে উক্ত হাদীস নিজ কানে শ্রবণ করার পূর্বেই হয়ত আমি মারা যাব। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স নিম্নোক্ত হাদীস তাকে পাঠ করে শুনালেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يَحْشُرُ اللَّهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ

'আমি রাসূলুল্লাহ সা-কে এই বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে এমন এক আওয়াজে সম্বোধন করবেন, যা নিকট ও দূরে অবস্থিত বা শ্রবণ সমানভাবে শুনতে পাবে। তিনি বলবেন, আমিই মালিক, আমিই অনুগ্রহকারী।'[১৮]

সাহাবীগণের মতো তাবি'ঈরাও উচ্চতর সনদ লাভের জন্য অনেক দূরের পথ অতিক্রম করেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ বিশর ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-হাদরামী বলেন, একটি হাদীসের জন্য বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন হলেও আমরা তাই করতাম।[১৯] আবূল আলিয়া বলেন, 'আমরা বসরাতে মদীনায় অবস্থানরত সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস লোক মারফত শুনতে পেতাম, কিন্তু মদীনায় অবস্থানকারী সাহাবীদের নিজ মুখ থেকে তা শুনে নেয়ার পূর্বে আমরা কিছুতেই সান্ত্বনা পেতাম না।'[২০] ড. মাহমূদ আত্-তাহান ইসনাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

والعناية بالاسناد في نقل الأخبار سنة مؤكدة من سنن هذه الأمة، وشعار من شعائرها، لذا يجب على المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "الإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَوْ لاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ" وَقَال الثَّوْرِيُّ: «الإِسْنَادُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ».

وتبرز قيمة الإسناد وأهميته في تعريف الواقف عليه برجاله الذين يتألف منهم الاستاد، وذلك بالبحث عن حالهم في كتب تراجم الرواة، كما تظهر أهميته في معرفة اتصاله من انقطاعه. ولولا الاسناد ما عرفنا صحيح الأحاديث والأخبار من مكذوبها. ولتجرأ على اختلاقها كل مبتدع ومبطل، ولصار الأمر كما قال ابن المبارك: "وَلَوْ لاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ".

'হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের প্রতি যত্নবান হওয়া এই উম্মাতের একটি গুরুত্বপূণ সুন্নাত এবং এই উম্মাতের একটি নিদর্শন। অতএব, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবশ্যই এর উপর নির্ভর করতে হবে। ইবনুল মুবারক র. বলেন, 'ইসনাদ দ্বীনেরই অংশ, এবং যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা তাই বলত।' সাওরী র. বলেন: 'ইসনাদ হলো মু'মিনের অস্ত্র।'

সনদ বা ইসনাদের মূল্য ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয় বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থে তাদের অবস্থান অনুসন্ধান করে, বর্ণনার শৃঙ্খল তৈরিকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে, একইভাবে 'ইত্তিসাল ও ইনকিতা' পরিচিতির মাধ্যমে ইসনাদ এর মূল্য ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। ইসনাদ না থাকত, আমরা সহীহ হাদীস ও মিথ্যা হাদীসকে জানতে পারতাম না এবং প্রত্যেক বিদ'আতী ও মিথ্যাবাদী হাদীস তৈরি করার সাহস পেত এবং বিষয়টি ইবনুল মুবারক র. যেমনটি বলেছিলেন তেমনটিই হতো। তিনি বলেন, 'এবং যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা তাই বলত।'[২১]

৪.৩ আল-ইসনাদুল আলী (اَلْإِسْنَادُ الْعَالِى)-এর প্রকার

আল-ইসনাদুল আলী দু'প্রকার। যথা :

ক. আল-উলূয়ুল মুতলাক (اَلْعُلُوّ الْمُطْلَقُ)

উলূয়ুন (عُلُو) অর্থ উঁচু, উন্নত। আল-মুতলাক অর্থ সাধারণভাবে উলূয়ুন মুতলাক অর্থাৎ সাধারণভাবেই যা উঁচু। পরিভাষায় আল-উলূয়ুন মুতলাক হয়:

هُوَ مَا يَكُونَ عَدَدَ رِجَالِ السَّنَدِ فِيهَا مُنْتَهِيًا إِلى رَسُولِ الله وَسَلَّمَ بِعَدَدِ أَقَلَّ مِن سَنَدٍ آخَرَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ

'যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ্ সা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। অন্য সনদ থেকে এ সনদের সংখ্যা খুবই কম।'

খ. আল-উলূয়ুন নাসবিয়্যু (اَلْعُلُوّ النَّسْبِيُّ): এ প্রকারের পরিচয়ে বলা হয় :

هو ما يكون عدد رجال السَّنَدِ فِيهِ قَلِيلا بالنسبة إلى إمام من ائمة الحديث

'যে হাদীসে বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম হয় তবে তার সম্পর্ক হয় হাদীসের ইমামগণের সাথে।' যেমন- শু'বা, আমাশ, ইব্‌ন জুরাইজ, ছাওরী, মালিক, শাফি'ঈ, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ।'[২২]

ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান (মৃত ২০২২ খ্রি.) আল-ইসনাদুল আলীকে পাঁচ প্রকার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

يُقْسَمُ الْعُلُوُّ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، وَاحِدٌ مِنْهَا عُلُوٌّ مُطْلَقٌ، وَالْبَاقِيْ عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ.

'উচ্চ ইসনাদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে এটিকে বলা হয় عُلُوٌّ مُطْلَقٌ বা 'সার্বিকভাবে উচ্চ ইসনাদ'। অবশিষ্ট ইসনাদগুলোকে عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ বলা হয়।'

অবশিষ্ট আল-উলূয়ুন নাসবিয়্যু নিম্নরূপ-

i. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকটতম সহীহ ও স্বচ্ছ ইসনাদ।[২৩]
ii. হাদীসের ইমামগণের মধ্যে কোনো ইমামের নিকটতম হওয়া, যদিও তারপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে রাবীর সংখ্যা অধিক হয়ে পড়ে। যেমন, আ'মাশ, ইব্‌ন জুরায়জ, মালিক প্রমুখের নিকটতম হওয়া সহীহ ও স্বচ্ছ ইসনাদের মাধ্যমে।
iii. সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোনো একটি অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস গ্রন্থের রিওয়াতের কাছাকাছি হওয়া। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ পদ্ধতির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন; মুওয়াফিকাহ্, আবদাল, মূসাওয়াত অথবা মূসাফাহা-এর মাধ্যমে।[২৪]

১. আল-মুওয়াফিকাহ্: মুওয়াফিকাহ্ শব্দের অর্থ হলো সামঞ্জস্যশীল হওয়া। পরিভাষায় বলা হয়, কোনো একজন সংকলকের শায়খ পর্যন্ত শায়খের ধারা ছাড়া ভিন্ন একটি ধারায় কম সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে পৌঁছা। শায়খের বর্ণিত সনদে তার শায়খ পর্যন্ত পৌঁছতে রাবীর সংখ্যা বেশি হবে।[২৫] এ প্রসঙ্গে মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

هو الوصول إلى شَيخِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ بِعَدَدِ اقَلَّ مِمَّا لَوْ رَوى من طريقه عنه .

'আল-মুওয়াফিকাহ হলো, কিতাবের মূসান্নিফের কোনো একজন শায়খ পর্যন্ত পৌঁছা তার নিজস্ব বর্ণনাপদ্ধতি বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতিতে কমসংখ্যক রাবীর মাধ্যমে। তবে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতেও যদি বর্ণনা করা হয়, তাহলে তাঁর সাথে মিলে যাবে তথা সমতা রক্ষা হবে।'[২৬]

উদাহরণ: ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র. তার 'শারহু নুখবাতিল ফিকার'[২৭] গ্রন্থে মুওয়াফিকাহ্-এর উদাহরণে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম বুখারী র. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার শায়খ কুতায়বা থেকে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক র. থেকে। আমরা যদি এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র.-এর সনদে বর্ণনা করি তবে কুতায়বা র. পর্যন্ত সনদে রাবীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ জন। আর আমরা যদি হুবহু হাদীসটি আবুল-আব্বাস আস্-সাররাজ[২৮]-এর সনদে কুতায়বা র. থেকে বর্ণনা করি তবে আমাদের ও কুতায়বা র.-এর মাঝে রাবীর সংখ্যা হবে ৭ জন। আর এতে ইমাম বুখারী র.-এর হুবহু শায়খের (কুতায়বা) সাথে আমাদের মুওয়াফিকাত (মিল) হবে উচ্চ সনদের মাধ্যমে।

২. আল-বাদাল: আল-বাদাল শব্দের অর্থ পরিবর্তে আসা। পরিভাষায় বলা হয় এমন উচ্চ সনদকে যাতে কোনো সংকলকের শায়খের শায়খ পর্যন্ত তার বর্ণিত ধারা ছাড়া অপর একটি ধারায় কম সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে পৌঁছানো হয়।[২৯] মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

هو الوصول إلى شَيْخِ شَيْخِ اَحَدِ المصنفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ بِعَدَدِ اقَلِ مِمَّا لَوْ رُوَى عَنْ طَرِيقِهِ عَنْهُ

'আল-বাদাল হলো, কিতাবের মূসান্নিফের কোনো এক শায়খের শায়খ পর্যন্ত ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে অল্পসংখ্যক রাবী দ্বারা পৌঁছা।, তবে যদি স্বয়ং তাঁর পদ্ধতিতেও বর্ণনা করা হয় তাহলেও সমতা থাকবে।'[৩০]

উদাহরণ: ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র.-এর উদাহরণে বলেন, 'ওপরে উল্লিখিত (আবূল-আব্বাস আস্-সাররাজ-এর) হুবহু ইসনাদটি কা'নাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, যিনি মালিক র. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এমতাবস্থায় কুতায়বা র.-এর বদলে কা'নাবী[৩১] র. থেকে হাদীসটি বর্ণিত হবে।

৩. আল-মুসাওয়াহ্: মূসাওয়াহ্ শব্দের অর্থ সমান সমান হয়ে যাওয়া। পরিভাষায় বলা হয় এমন ইসনাদকে যাতে শুরু থেকে শেষ রাবীর সংখ্যা হবে কোনো একজন সংকলকের ইসনাদের রাবীর সংখ্যার সমান।[৩২] মান্না' আল-কাত্তান বলেন, هِيَ اسْتِوَاء عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلَى أَخِرِهِ مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ الْمُصَنِّفِينَ 'মূসাওয়াহ হলো, কোনো একজন মূসান্নিফের ইসনাদের সাথে যদি বর্ণনাকারীর ইসনাদের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত সমান সমান হয়ে যায়, তখন তাকে মূসাওয়াহ বলে।'[৩৩]

উদাহরণ: ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র.-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, যেমন, ইমাম নাসা'ঈ র. (মৃত ৩০৩ হি./৯১৫ খ্রি.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তার থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত রাবীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে **১১** জন। অতঃপর হুবহু এ হাদীসটিই অপর একটি ইসনাদে আমরা বর্ণনা করেছি, যাতে আমাদের এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মাঝে রাবীগণের সংখ্যা **১১** জন। এতে আমরা রাবীর সংখ্যার দিক থেকে ইমাম নাসা'ঈ র.-এর সমান হয়ে গিয়েছি।

৪. আল-মুসাফাহাহ্: আল-মুসাফাহাহ্ শব্দের অর্থ হাতে হাত মিলানো। পরিভাষায়, কোনো শায়খের ইসনাদের রাবীগণের সংখ্যা যদি কোনো একজন হাদীস সংকলকের শিষ্যের ইসনাদের রাবীগণের সংখ্যার সমান হয় তবে তাকে আল-মুসাফাহাহ্ বলা হয়। এ উচ্চ সনদকে اَلْمُصَافَحَةُ বলার কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুজনের পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটলে তারা মুসাফাহা করে থাকে।[৩৪] মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

هِيَ اِسْتِوَاءُ عَدَدِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِىْ إِلَى أَخِرِهِ مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ اَلْمُصَنِّفِيْنَ.

'আল-মুসাফাহাহ্ হলো, কোনো ছাত্রের ইসনাদের সাথে অন্য বর্ণনার কোনো রাবীর সংখ্যায় মিল হওয়াকে মুসাফাহাহ বলে।'[৩৫] আল-মুসাফাহাহর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ :

i. রাবীর মৃত্যু পূর্বে সংঘটিত হওয়ার কারণে সনদের উচ্চ মর্যাদা লাভ করা। এর উদাহরণ হচ্ছে, ইমাম নববী র.-এর একটি বক্তব্য। তার বক্তব্যটি এই: আমি যে সনদে তিন জন রাবীর মাধ্যমে ইমাম বায়হাকী র. থেকে বর্ণনা করেছি এবং তিনি হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন, আমার এ সনদটি আমার অপর সনদটি থেকে উচ্চ (اَعْلى) যেটি আমি তিনজন রাবীর মাধ্যমে আবূ বকর ইব্‌ন খালাফ থেকে বর্ণনা করেছি এবং তিনি বর্ণনা করেছেন হাকিম থেকে। পূর্ববর্তী সনদটি উচ্চ হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইমাম বায়হাকী র. ইব্‌ন খালাফের পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন।[৩৬]

ii. পূর্বে শ্রবণের কারণে উচ্চ সনদ অর্থাৎ যে শায়খ থেকে পূর্বে হাদীস শ্রবণ করা হয়েছে তার সনদটি উচ্চ সনদ হিসেবে গণ্য হবে, এমন শায়খের সনদের তুলনায় যার থেকে পরে হাদীস শ্রবণ করা হয়েছে।

উদাহরণ: দু'ব্যক্তি একজন শায়খ থেকে শ্রবণ করেন। একজনের শ্রবণ হচ্ছে উপমা স্বরূপ ৬০ বছর ধরে এবং অপর জনের ৪০ বছর ধরে। অথচ দু'জন পর্যন্ত রাবীগণের সংখ্যা সমান সমান। এ ক্ষেত্রে প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চ। আর এটি এমন রাবীর ক্ষেত্রে নিশ্চিত বৃদ্ধাবস্থায় যার শায়খের স্মরণ শক্তি সংমিশ্রিত হয়ে পড়েছে অথবা জ্ঞানের ক্রুটি দেখা দিয়েছে।

৪.৪ আল-ইসনাদুন্ নাযিল (اَلإِسْنَادُ النَّازِل) নিম্নতম ইসনাদ

আন্-নাযিলু اَلنَّازِلُ শব্দটি اَلنُّزُوْلُ থেকে ইস্‌ম ফা'ইল-এর সীগাহ্। অর্থ নিম্নতম, নিচু, নিম্নগামী। এমন ইসনাদকে ইসনাদুন নাযিল বলা হয়, যাতে রাবীর সংখ্যা এমন ইসনাদের তুলনায় অধিক যাতে কম সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মান্না' আল-কাত্তান বলেন,

هُوَ الَّذِي كَثُرَ عَدَدُ رِجَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ أَخَرَ يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ

'এটা হলো এমন সনদ। যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যের সাথে নিসবতের দিক থেকে খুবই বেশি। তবে এ হাদীস অন্য কম বর্ণনাকারীর হাদীস দ্বারা নিম্নগামী হয়ে যায়।'[৩৭] কারণ বেশি সংখ্যক বর্ণনাকারী সাধারণ আর কম সংখ্যক বর্ণনাকারী সাধারণ বর্ণনাকারীর তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

কারো কারো মতে, আল-ইসনাদুন্ নাযিল বলা হয়,

هو مفضول بالنسبة إلي العلو اللهمّ إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي

'এটি উচ্চতর সনদের দিক দিয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তবে নিম্নতর সনদের বর্ণনাকারীর সংখ্যা উচ্চতর সনদের বর্ণনাকারীর সংখ্যাক থেকে অনেক বেশি।'[৩৮]

৪.৫ নিম্নতর ইসনাদের প্রকার

নিম্নতর ইসনাদ তিন প্রকার। এগুলো পাঁচটি পন্থায় হয়ে থাকে। যেমন: **ক. نزول مسافة مطلق:** এর পন্থা হলো একটি। যথা– ১. যে সনদে রাসূলুল্লাহ সা পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরায় রাবীর সংখ্যা বেশি হওয়া। একে **نزول مسافة مطلق** বলা হয়। **খ. نزول مسافة نسبي :** এর পন্থা দু'টি। এক. হাদীসের কোনো ইমাম পর্যন্ত পৌঁছতে সনদে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়া। দুই. সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত সনদের তূলনায় অপরাপর হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত সনদ অপেক্ষাকৃত নিম্নমান হওয়া। **গ. نزول صفة :** এটি দুভাগে বিভক্ত। এক. কোনো শায়খ অপর কোনো শায়খের পরে মৃত্যুবরণ করলে উক্ত শায়খের বর্ণিত সনদকে **نزول صفة** বলা হয়। দুই. শায়খের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের দিক দিয়ে পরবর্তী হওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তি একজন শায়খের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা নিম্নগামী, যিনি উক্ত শায়খের নিকট থেকে তার পূর্বে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩৯]

৪.৬ নিম্নতর ইসনাদের গুরুত্ব

জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, **الإسناد النازل** তথা নিম্নতর সনদ **العلو** অপেক্ষা নিচুমানের।[৪০] এ জন্যই প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনুল মাদানী বলেন, **النزول شؤم** 'নিম্ন একটি অশুভ লক্ষণ।'[৪১] কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, যদি **الإسناد النازل** এ বর্ণনাকারীগণ **الإسناد العالي** অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত হয়, তাহলে এটি **علو** অপেক্ষা শ্রেয় হবে। কেননা হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীগণের ন্যায় পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সনদে বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা কম না বেশি তা বিবেচ্য নয়। বরং মান সম্মত, আস্থা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়া জরুরী। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল মুবারক র. বলেন, **ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال** 'হাদীসের মানগত দিক শুধু সনদের নিকটবর্তীতার ভিত্তিতে হয় না; বরং এটি বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল।'[৪২]

৪.৭ নুযূলের প্রকার সমূহ

নুযূল পাঁচ প্রকারে বিভক্ত, যেগুলো বিপরীতের সংজ্ঞা দ্বারা জানা যায়। অতএব, উচ্চ (اَلْعُلُوُّ) সনদের বিপরীতে একটি নুযূল সনদ বিদ্যমান রয়েছে।

৪.৮ উচ্চ সনদ উত্তম না নিম্ন সনদ?

ক. সহীহ মতানুসারে উচ্চ সনদ নিম্ন সনদের তুলনায় অধিক ফযীলতের অধিকারী। জমহুর আলিম এ অভিমত পোষণ করেন। কেননা, তা হাদীসে অধিক দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনাকে বিদূরিত করে। আর নুযূল সনদ উচ্চ সনদের তুলনায় নিরুৎসাহিত। ইবনুল-মাদীনী র. বলেন, 'নুযূল সনদ খারাপের প্রতীক।' আর এটা তখন হবে যখন উভয় সনদই শক্তির দিক থেকে সমান সমান বিবেচিত হবে।

খ. নিম্ন সনদ যখন উচ্চ সনদের তুলনায় অধিক ফায়দার[৪৩] অধিকারী হবে তখন নিম্ন সনদ উচ্চ সনদের তুলনায় অধিক ফযীলতের অধিকারী হবে।

৪.৯ এ বিষয়ে রচিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

আলী সনদ অথবা নাযিল সনদ সম্বলিত বিশেষ বিশেষ সংকলনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে আলিমগণ এমন কিছু স্বয়ংসম্পন্ন اَجْزَاء (জুযসমূহ) প্রণয়ন করেছেন যেগুলোকে اَلثُّلَاثِيَاتُ নামে আখ্যায়িত করেছেন। তারা এগুলো দ্বারা এমন হাদীসসমূহকে বুঝিয়েছেন যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে শুধু ৩ জন রাবী রয়েছেন। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আলিমগণ উচ্চ সনদ সমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এরূপ ছুলাছিয়াতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

ক. ইব্ন হাজার র. সংকলিত 'ছুলাছিয়াতুল-বুখারী।'

খ. আস্-সাফ্ফারীনী কর্তৃক প্রণীত 'ছুলাছিয়াতু আহমাদ ইব্ন হাম্বল।'[৪৪]

৫. ইসনাদের উদ্দেশ্য

ইসনাদুল হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক জীবনচরিত অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী, কে বেশি দুর্বল এ সম্পর্কে অবগত হওয়া। সাথে সাথে প্রত্যেক বর্ণনাকারী কী কারণে শক্তিশালী এবং কী

কারণে দুর্বল সে সম্পর্কেও অবগত হওয়া। সনদের ধারাবাহিকতা জানার মাধ্যমে ইত্তিসাল কিংবা ইনকিতা' সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। সনদের অধ্যয়ন বলতে বর্ণনাকারীদের জন্ম, মৃত্যু, جَرْح ও تعدِيْلএর সাথে সম্পর্কিত কিনা ইত্যাদিও বুঝানো হয়েছে।[৪৫] ইসনাদুল হাদীস সম্পর্কে শিক্ষালাভ করার পর তখনই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, সনদটি সহীহ নাকি দুর্বল। তখনই বলা হয়ে থাকে- هذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ অথবা هذَا اِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ অথবা هذَا اِسْنَادٌ مَوْضُوْعٌ ইত্যাদি।

৬. ইসনাদের স্তর

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাইয়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো হাদীসের সনদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা। আর এ সনদ গবেষণার স্তর বা পর্যায় কয়েকটি হতে পারে। যেমন-

১. مَعْرِفَةُ الْحَدِيْثِ كَامِلاً بِسَنَدِهِ وَمَتَنِيْهِ : دِرَاسَةُ الأَسَانِيْد তথা সনদসমূহকে অধ্যয়ন করার প্রথম স্তর হলো বর্ণিত হাদীসটির সনদ ও মতন পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া। যেমন কোনো গবেষক ইচ্ছা করল খেযাব নিষিদ্ধসূচক হাদীসটি সম্পর্কে সে জানবে। তখন সে গবেষণা করতে করতে সুনানু আবূ দাঊদে বর্ণিত হাদীসটি খুঁজে পেয়ে যাবে। হাদীসটি নিম্নরূপ,

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.[٤٦]

২. مَعْرِفَةُ أَسْمَآءِ الرُّوَاةِ كَامِلَةٌ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيْحِ মুহাদ্দিসীনে কেরাম অধিকাংশ সময় সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীর নাম সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ অথবা حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ يَحْيَى কোন্ عُبَيْدُ اللهِ অথবা কোন يَحْيَى সে সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। অন্যথা রাবীর নাম চিহ্নিত করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। হাদীসের গবেষক عِلْمُ الرِّجَال ইত্যাদি। এভাবে বললে এর অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন عُبَيْدُ اللهِ নামে দশজনেরও অধিক রাবী সেখানে রয়েছেন। সুতরাং أَبُوْ تَوْبَةْ-এর شَيْخْ দের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, এখানে عُبَيْدُ اللهِ দ্বারা উদ্দেশ্য عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنِ أَبِيْ الْوَلِيْدِ الرَّقِّيّ أَبُوْ وَهَبَ الأَسَدْ উদ্দেশ্য। তাই সনদ অধ্যয়নের অন্যতম একটি স্তর হলো, বর্ণনাকারীদের পূর্ণনাম বিশুদ্ধভাবে অবগত হওয়া।

৩. مَعْرِفَةُ حَالِ الرَّاوِيْ وَمَرْتَبَتُهُ فِيْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل সনদ অধ্যয়নের তৃতীয় স্তর হলো, রাবীর অবস্থা জানা এবং جَرْح ও تَعْدِيْل -এর মধ্যে তার মর্যাদা কী এ বিষয়ে অবহিত হওয়া। এক্ষেত্রে اَلْفَاظُ الْجَرْحِ ও اَلْفَاظُ التَّعْدِيْل সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া উচিত।

৪. اَلتَّأْكِيْدُ مِنْ اِتِّصَالِ السَّنَدِ مِنْ اِنْقِطَاعِهِ : কোনো কোনো সময় দেখা যায়, বর্ণিত হাদীসের সকল রাবীই নির্ভরশীল। কিন্তু হাদীসটির সনদের মধ্যে اِنْقِطَاعْ-এর কারণে দুর্বল। সুতরাং এক্ষেত্রে اِتِّصَالِ السَّنَدِ -এর ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। আর এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তখনই অর্জিত হবে যখন রাবীর জন্ম মৃত্যুর তারিখ জানা যায়।

অতএব হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সনদ ও মতন উভয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজন হাদীসের গবেষককে ইসনাদ তথা সনদ ও মতন উভয় ব্যাপারেই ধারণা রাখা আবশ্যক।

৭. হাদীস শাস্ত্রে আল-ইসনাদের গুরুত্ব

ইসনাদ বলা হয় কোনো হাদীস বর্ণনা করা হলে বর্ণনাকারীদের যে শৃঙ্খল থাকে সেটাই। যেমন ক থেকে খ বর্ণনা করেছে, এখানে খ থেকে গ. গ থেকে ঘ. ঘ থেকে ঙ। এই ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে সেটাই মূলত ইসনাদ বা সনদ। আর এই সনদে বর্ণিত হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিই হলো মতন।

রাবীদের দোষ-গুণ বিচার, সত্য-মিথ্যা যাচাই এবং হাদীসের বিশুদ্ধতা 'সনদের' উপর নির্ভরশীল। ইসনাদের মাধ্যমে মুসলমানগণের ইতিহাস সংরক্ষিত করা হয়। ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সত্য বা মিথ্যা হওয়া নির্ভর করে মূলত ইসনাদের উপর, সনদ ইসলামের ইতিহাসে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য ইসনাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান ইসনাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

> ইসনাদ হলো এই উম্মাতের একটি পুণ্যময় বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী উম্মাতের এই বৈশিষ্ট্য ছিল না, এবং এ কারণেই তাদের আসমানী গ্রন্থগুলো হারিয়ে গেছে এবং বিকৃত হয়েছে, ঠিক যেমন তাদের নবীদের সঠিক বানীসমূহ হারিয়ে গেছে, এবং তাদের জায়গায় এসেছে ভণ্ডদের মিথ্যাচার এবং সুবিধাবাদী বানোয়াট কথা যারা সামান্য মূল্যে আল্লাহ্র আয়াত বিকিয়ে দেয়।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের প্রতি যত্নবান হওয়া এই উম্মাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং এই উম্মাতের একটি শি'আর। অতএব, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবশ্যই এর উপর নির্ভর করতে হবে।

ইসনাদের মূল্য ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয় বর্ণনাকারীদের জীবনীগ্রন্থে তাদের অবস্থান অনুসন্ধান করে, বর্ণনার শৃঙ্খল তৈরিকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে, একই ভাবে 'ইত্তিসাল ও ইনকিতা' পরিচিতির মাধ্যমে ইসনাদ এর মূল্য ও গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। ইসনাদ না থাকলে আমরা সহীহ হাদীস ও মিথ্যা হাদীসকে জানতে পারতাম না এবং প্রত্যেক বিদ'আতী ও মিথ্যাবাদী হাদীস তৈরি করার সাহস পেত এবং বিষয়টি ইবনুল মুবারক র. যেমনটি বলেছিলেন তেমনটিই হতো। তিনি বলেন, 'এবং যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে যে কেউ যা ইচ্ছা তাই বলত।'[৪৭]

ইসনাদের গুরুত্ব সম্পর্কে মুহাদ্দীসগণ যে সকল মন্তব্য করেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এ মন্তব্যগুলো থেকে অনুধাবন করা যায় যে, হাদীস শাস্ত্রে ইসনাদের গুরুত্ব কত।

১. আবূ আলী আল-হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ আল-জিয়ানী র. (মৃত ৪৯৮ হি.) বলেন,

خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب

'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তিনটি জিনিস দিয়ে সম্মানিত করেছেন যা তিনি এর পূর্বে কোনো জাতিকে যা দেননিঃ ইসনাদ, বংশ পরম্পরা এবং ইরাব (ব্যাকরণ ও বাক্যগঠন)।'[৪৮] অতএব, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সনদের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।

২. মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক র. (মৃতু ১৮১ হি./৭৯৮ খ্রি.) বলেন,

الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، لَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

'ইনসাদ হলো দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলতে থাকত।'[৪৯]

৩. ইবনুল আছারী র. মৃ. ৬০৬ হি.) বলেন,

اعلم أن الإسناد في الْحَدِيْثِ هُوَ الأَصْلِ، وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ، وَبِهِ تَعْرِفُ صِحَّةَ الْحَدِيث وسَقَمه.

'জেনে রাখুন যে, হাদীসের সনদটিই আসল এবং এর উপর নির্ভর করতে হবে এবং এর দ্বারা আপনি এর সত্যতা ও ভ্রান্তি জানতে পারেন।'[৫০]

৪. ইমাম শাফি'ঈ র. (মৃত ২০৪ হি.) বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَطْلُبُ الْحَدِيثَ بِلَا إِسْنَادٍ كَمَثَلِ حَاطِبِ لَيْلٍ. يحمل حزمة الْحَطب فِيهَا أَفْعَى تلدغه وَهُوَ لَا يدْرِي

'যে ব্যক্তি সনদ ছাড়া ইলম অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যার মাথায় লাকড়ির বোঝা। আর সেই বোঝার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে বিষধর সাপ। অথচ সাপের কথা সে জানতেও পারে না।'[৫১]

৫. ইমাম সুফিয়ান ইব্ন সা'ঈদ আস-সাওরী র. (মৃত ১৬১ হি.) বলেন,

الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ؟

'ইসনাদ হলো মু'মিনের অস্ত্র। যদি তোমার সাথে অস্ত্র না থাকে তাহলে তুমি লড়াই করবে কীভাবে?'[৫২]

৬. ইমাম আল-বাসির (হাফি) বলেন,

فالإسناد هو قسم أساسي من الحديث، ولذا يقال: إن علم الإسناد هو نصف علوم الحديث، فالإسناد هو المسبار الذي يحاكم كل ما يقال، والحديث الذي لا سند له كبيت لا سقف له أو لا أساس له.

'ইসনাদ হাদীসের একটি অপরিহার্য অংশ, অতএব, বলা হয়: হাদীসের চেইন অফ ট্রান্সমিশন হলো হাদীসের জ্ঞানের অর্ধেক, ইসনাদ হলো এমন একটি অনুসন্ধান পদ্ধতি যার দ্বারা যা বর্ণনা করা হয় তার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করা হয়, একটি হাদীস যার কোনো সনদ নেই তা হলো একটি বাড়ির মত যার কোনো ছাদ বা ভিত্তি নেই।'[৫৩]

৭. আল-কাদি আইয়াদ র. বলেন,

اعلم أولاً أنّ مدار الْحَدِيثِ عَلَى الْإِسْنَادِ فِيْهِ تتبين صحته ويظهر اتصاله

'প্রথমে জেনে রাখুন যে হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হলো বর্ণনার শৃঙ্খল যেখানে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং এর সংযোগ প্রদর্শন করা হয়।'[৫৪]

৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মুযাফ্‌ফার র. (মৃত ৩২২ হি./৯৩৫ খ্রি.) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كُلِّهَا، قَدِيمِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ، إِسْنَادٌ، وَإِنَّمَا هِيَ صُحُفٌ فِي أَيْدِيهِمْ، وَقَدْ خَلَطُوا بِكُتُبِهِمْ أَخْبَارَهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا نَزَلَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِمَّا جَاءَهُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ، وَتَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا أَلْحَقُوهُ بِكُتُبِهِمْ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخَذُوا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ. وَهَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا تَنُصُّ الْحَدِيثَ مِنَ الثِّقَةِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ، الْمَشْهُورِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ، ثُمَّ يَبْحَثُونَ أَشَدَّ الْبَحْثِ حَتَّى يَعْرِفُوا الْأَحْفَظَ فَالْأَحْفَظَ، وَالْأَضْبَطَ، فَالْأَضْبَطَ، وَالْأَطْوَلَ مُجَالَسَةً لِمَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ كَانَ أَقَلَّ مُجَالَسَةً. ثُمَّ يَكْتُبُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُهَذِّبُوهُ مِنَ الْغَلَطِ وَالزَّلَلِ، وَيَضْبِطُوا حُرُوفَهُ وَيَعُدُّوهُ عَدًّا. فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ. نَسْتَوْزِعُ اللَّهَ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ.

'আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন ও ইসনাদের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছেন। প্রাচীন কিংবা নতুন কোনো জাতি এমন নেই, যাদের কাছে ইসনাদের মত মহা গৌরবের অধিকার রয়েছে। তাদের কাছে যা আছে, তা কেবল পাতা-পুস্তকের কিছু সংগ্রহ। তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির সাথে নিত্যকার কথামালা জুড়ে দিয়েছে। সেগুলোকে কেচ্ছা-কাহিনীর সাথে মিশ্রিত করেছে। নবীদের আনীত তাওরাত যবুর এর আসমানি বিধিমালা এবং লোক মুখে ছড়িয়ে থাকা কথাবার্তা তারা আসমানি কিতাবের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে, আদতে এ দুয়ের মাঝে এখন পার্থক্য করার মত কোনো প্রামাণাদী তাদের হাতে মজুদ নেই। আর এই উম্মাহ রাসুলের হাদীস গ্রহণ করেছে কেবল এমনসব ব্যক্তিবর্গ থেকে, যারা নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, ধী-শক্তি সম্পন্ন ও নিজের কালে সুপ্রসিদ্ধ। অতঃপর প্রচণ্ড মাত্রায় তত্ত্ব তালাশ করেছেন, সূত্রে থাকা ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তির বিচারিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করেছেন, উস্তাদের সংশ্রবে কোনো মুহাদ্দিস বেশি সময় যাপন করেছেন আর কার সংশ্রবে কম, এগুলোকেও খুটিয়ে বের করেছেন। এরপর একেকটা হাদীস বিশটিরও অধিক সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে ভুলভ্রান্তি ও স্খলন থেকে হাদীসটি পরিশুদ্ধ থাকে। এরপর প্রত্যেক বর্ণনাকারীর নাম ও হাদীসের প্রতিটি কঠিন শব্দকে যের যবর দিয়ে শুদ্ধ রূপটি দেখিয়ে গেছেন। এই কঠিন ও সুদীর্ঘ পরিক্রমা কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে।'[৫৫]

৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান র. (মৃত ৩৫৪ হি./৯৬৫ খ্রি.) বলেন,

ولسنا بخير أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه كاف يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها، ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم، وذاك أنه لم تكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزداد في سنة من سنن رسول الله ﷺ

'আর আমরা সনদের দিক থেকে সহীহ নয় এরকম কোনো বর্ণনাই আমাদের কিতাবে উদ্ধৃত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। কারণ যেই বর্ণনাটা আল্লাহ্‌র রহমতে, সহীহ হিসেবে আমরা পেয়েছি সেটাই আমাদেরকে দ্বীনের ভেতরে, যা সঠিক নয় তার বিরোধ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট। যদি সনদ আর মুক্তিপ্রাপ্ত দলের (তয়িফাতুল মানছুরাহ) এই (সনদকে সংরক্ষণের) প্রচেষ্টা বজায় না থাকতো তবে এই উম্মতের দ্বীনের ভেতরে বিকৃতি সাধন হতো যেমনটা অন্যান্য জাতির (ইয়াহুদি-খ্রিস্টান) ক্ষেত্রে হয়েছিল। আর সেক্ষেত্রেই অন্যান্য নবীর উম্মতেরা কখনোই তাদের আনীত ধর্মকে বিকৃত থেকে হেফাযত করতে পারেনি যেমনটা এই উম্মতে মুহাম্মদি করতে পেরেছে। এমনকি এটা সম্ভবপর নয় যে তারা রাসূলুল্লাহ সা-এর সুন্নাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে।'[৫৬]

১০. ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ র. (মৃত ৭২৮ হি./১৩২৮ খ্রি.) বলেন,

وَعِلْمُ الْإِسْنَادِ وَالرِّوَايَةِ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ سُلَّمًا إِلَى الدِّرَايَةِ. فَأَهْلُ الْكِتَابِ لَا إِسْنَادَ لَهُمْ يَأْثُرُونَ بِهِ الْمَنْقُولَاتِ، وَهَكَذَا الْمُبْتَدِعُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَهْلُ الضَّلَالَاتِ، وَإِنَّمَا الْإِسْنَادُ لِمَنْ أَعْظَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنَّةَ" أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمُعْوَجِّ وَالْقَوِيمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْكُفَّارِ إِنَّمَا عِنْدَهُمْ مَنْقُولَاتٌ يَأْثُرُونَهَا بِغَيْرِ إِسْنَادٍ، وَعَلَيْهَا مِنْ دِينِهِمْ الِاعْتِمَادُ، وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ فِيهَا الْحَقَّ مِنْ الْبَاطِلِ، وَلَا الْحَالِي مِنْ الْعَاطِلِ. وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمَرْحُومَةُ وَأَصْحَابُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَعْصُومَةِ: فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالدِّينِ هُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى يَقِينٍ، فَظَهَرَ لَهُمْ الصِّدْقُ مِنْ الْمَيْنِ، كَمَا يَظْهَرُ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ. عَصَمَهُمْ اللَّهُ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى خَطَأٍ فِي دِينِ اللَّهِ مَعْقُولٍ أَوْ مَنْقُولٍ، وَأَمَرَهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا).

'ইসনাদ ও রিওয়ায়াতের পদ্ধতি এমন একটি নি'আমত যা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মতকে বিশেষভাবে দান করেছেন এবং যা তিনি উপলব্ধি করার একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। অতএব, আহলে কিতাবগণ তাদের বর্ণনা

সম্পর্কে যা প্রেরণ করে তাতে কোনো ইসনাদ নেই। একইভাবে, এই উম্মাহর বিপথগামী বিদাতিদের ক্ষেত্রেও। সুতরাং, ইসনাদ কেবল তাদেরই সুযোগ, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ রয়েছে, অর্থাৎ ইসলামের লোকেরা এবং সুন্নাহ্‌র অনুসারী লোকেরা। এর মাধ্যমে তারা সহীহ্ ও মিথ্যা এবং খারাপ এবং সোজার মধ্যে পার্থক্য করে। বিদাতি ও কাফিরদের কাছে এমন কিছু প্রতিবেদন রয়েছে যা তারা কোনো ইসনাদ ছাড়াই বর্ণনা করে, আর যা তাদের জন্য শুধু তাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা হয়। অতএব, তারা মিথ্যা থেকে সত্য জানতে পারে না, এবং এর মধ্যে থেকে সজ্জিত (অলংকার দিয়ে) তা থেকে সত্য জানতে পারে না। এই সৌভাগ্যবান উম্মাহ এবং এই অদম্য জাতির অনুসারীদের জন্য, এর আলিম এবং এর মুত্তাকিরা তাদের নিজেদের এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাসী। কারণ তাদের কাছে সত্য মিথ্যা থেকে স্পষ্ট, যেমন সকাল মানুষের দুচোখের জন্য পরিষ্কার। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দ্বীনের যুক্তিভিত্তিক ও ওহীভিত্তিক বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি উপর একমত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সংঘাতের সময় তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন বিষয়টি তাঁর কাছে ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর্যস্ত করে, যেমনটি এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরাও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।'[৫৭]

অনেকটা একই প্রকারের কথা ইব্‌ন হায্‌ম র.ও নিজের গ্রন্থে[৫৮] এবং ইবনুল আরাবী স্বীয় গ্রন্থে[৫৯] বলেছেন।

সত্যতা জানার পাশাপাশি হাদীস সংগ্রহের এই পদ্ধতিটির আরেকটি সুবিধা আছে, কিছু হাদীস ব্যাখ্যা করা যায়, এবং কিছু বর্ণনাকারী হাদীসের অর্থ বর্ণনা করতে পারেন, বা কিছু অংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল র. বলেন, **الْحَدِيثُ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ طُرُقَهُ لَمْ تَفْهَمْهُ وَالْحَدِيثُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا**'হাদীসের বর্ণনাগুলো একত্রিত না হলে আপনি তা বুঝতে পারবেন না যে হাদীসগুলো একে অপরকে ব্যাখ্যা করে।'[৬০]

আল-হাফিয আবূ জারাহ আল-ইরাকী র. বলেছেন,

الْحَدِيْثُ إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات

'কোনো হাদীসকে তার পথে (সবগুলো সূত্রকে) একত্রিত করলে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং একজন মুসলিম পক্ষান্তরে একটি বর্ণনাকে আঁকড়ে ধরা এবং বাকী বর্ণনা ত্যাগ করা জায়িজ নয় যা এর পরিপূরক হতে পারে বা এর অর্থ স্পষ্ট করতে পারে।'[৬১]

ইমাম মুসলিম র. তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেন,

إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ أَسْلَمُ.

'আল্লাহ চান তো হাদীস সংকলনের কাজে আমি একটি নীতি অবলম্বন করে এগিয়ে যাব। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা. থেকে যে সব হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদ পরম্পরায় (মুত্তাসিল) বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি শুধু সেগুলো থেকেই সংকলন করব। অতঃপর বর্ণনাকারীদের তিনটি স্তর অনুযায়ী হাদীসগুলোকে পূরণ ছাড়া তিন ভাগে বিভক্ত করব বলে ইচ্ছা করেছি। তবে যদি কোনো হাদীসের পুনরুল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। এর দুটি কারণ-প্রথমত পরবর্তী বর্ণনায় কিছু বাড়তি বিষয় আছে। দ্বিতীয়ত. কোনো বিশেষ কারণে একটি সনদের সমর্থনে আরেকটি সনদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা, একটি বর্ধিত বিষয় একটি পূর্ণ হাদীসে স্থলাভিষিক্ত হয় বলে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিংবা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এ বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ।'[৬২]

সনদের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং হাদীসের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু অভিযোগ ও তার জবাব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ উসলে রয়েছে। আলিমগণ ইসনাদ (বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল) এবং মতন (হাদীসের পাঠ্য) অধ্যয়ন করেন এবং এটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করেন। এই কারণেই রাবীর ধারাবাহিকতার প্রয়োজন যাতে নবী করীম সা.-এর সাথে এমন কিছু যোগ না করা যায়, যা তার বক্তব্য নয়। এখানে হাদীস বিশারদগণ হাদীস গ্রহণের জন্য বর্ণনার শৃঙ্খলকে ভিত্তি

বানিয়েছেন। একটি হাদীস গৃহীত হয় না যদি এটির পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খল না থাকে। এর প্রথম কারণ হলো একটি হাদীসের শৃঙ্খল থাকে যা থেকে কেউ নিশ্চিত হতে পারে যে এই হাদীসটি কার নিকট থেকে এসেছে। নবীর হাদীস থেকে মন্দকে দূর করার জন্য, সাহাবীদের সময় থেকে সনদের যাচাই-বাছাই হাদীস বিশারদদের দ্বারা ব্যবহৃত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যা থেকে কেউ বর্ণনার সত্যতা, এর শর্ত, প্রকার ও বিধানগুলো জানতে পারে এবং জানতে পারে বর্ণনাকারীদের মর্যাদা, তাদের অবস্থা, বর্ণনাকারীদের ধরন এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু।[৬৩] এই পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ সনদের উপর ভিত্তি করে কীভাবে কোনো ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করা হয়। এটা অনেক অনেক বড়ো একটি টপিক যা এখানে বলে বুঝানো সম্ভব নয়। এই বিষয়ে অনেক বড়ো বড়ো গ্রন্থেও রয়েছে, হাদীস শাস্ত্রে উসূলগুলো জানতে গেলেই ভালো ভাবে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। তারপরও ছোট করে কয়েকটা কথা বলি বুঝানোর জন্য, সনদে সকল রাবী পরিচিত কিনা, সনদের রাবীদের স্মৃতিশক্তি কখন কেমন ছিল, স্মৃতিশক্তি কতটা শক্তিশালী, তারা সত্যবাদী কিনা, তারা মিথ্যা বানোয়াট কাহিনি বলতো কিনা, হাদীস জাল করার কোনো প্রমাণ রয়েছে কিনা, হাদীস বর্ণনায় ভুল করত কিনা, তাদের সত্যবাদিতা কী রকম, তাদের কার যোগ্যতা কেমন, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে কিনা, সনদে কোনো রাবী অন্য রাবীর নাম গোপনকারী কিনা, সনদের রাবীদের যে সিরিয়াল তা অনুসারে বাস্তবে তাদের মাঝে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা, কোনো রাবী সনদ বা মতন উলটা পাল্টা করে ফেলত কিনা, তারা ব্যক্তি হিসেবে কেমন ছিল, তার উস্তাদ ও ছাত্র কারা কারা ছিল, কেমন আকীদাহ পোষণ করত, কুরআন ও শক্তিশালী কোনো প্রমাণের বিরুদ্ধে যায় কিনা, সমার্থক হাদীস রয়েছে কিনা, রাবী নিজের কথা হাদীসের মতনে প্রবেশ করিয়েছে কিনা ইত্যাদি বহু কিছু বিচার বিবেচনায় এনে তারপর ইসলামে কোনো হাদীস বা ঘটনা সত্য ও কোনটা সত্য নয় তার ফয়সালা দেওয়া হয়। বিষয়টা সংক্ষেপে দেখে খুব সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু যখন আরো বিস্তারিত পড়ে দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন এর বিশালতা আরো কত বেশি। আরো বহু কিছু রয়েছে যা দুই একটা কথা বলে বুঝানো এত সহজ নয়।

এখন কাফেরদের অনেকে বলতে পারে বা বলেছে মুহাদ্দিসরা নিজেদের পরিচিত রাবীদের বেলায় পক্ষপাতিত্ব করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা রিজালশাস্ত্র ও মুহাদ্দিসগণের করা জারাহ দেখলেই বুঝতে পারি যে মুহাদ্দিসগণ হাদীস নিয়ে এত বেশি কঠোর ছিলেন যে নিজের বন্ধু, নিজের আপন ভাই, নিজের আপন পিতাকে পর্যন্ত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জয়িফ, মুনকার, মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেন নি। তারা কখনোই অন্যায় ভাবে পক্ষপাতিত্ব করতেন না।[৬৪] এমনকি আকীদায় ভিন্ন হওয়া শর্তেও শী'আ রাবীকে হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী, বিশ্বস্ত বলতেও পিছপা হননি।'[৬৫]

কিন্তু তারপরও যদি কেউ ভুল করে বা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে কোনো রাবীর নামে কোনো ভুল আরোপ করেও থাকে তাহলেও অন্য মুহাদ্দিসগণ সেটাকে গ্রহণ না করে যেটা সঠিক সেটাই গ্রহণ করতেন।[৬৬]

আল্লামা আল-মুয়াল্লিমি র. বলেন,

يقول العلامة المعلمي رحمه الله: 'ولكن هل راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟

أقول: نعم، راعوا ذلك في أربعة مواطن: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث

فالمتثبتون إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته. قال الإمام الشافعي في الرسالة (ص٣٩٩): وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت أو أكثر دلالات بالصدق منه

'কিন্তু তারা কি কোনো হাদীস গ্রহণ করার সময় এবং এটিকে সঠিক হিসেবে বিবেচনা করার সময় যুক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে?

আমি বলছি: হ্যাঁ, তারা চারটি বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিল: যখন তারা হাদীসটি শুনেছিল, যখন তারা এটি বর্ণনা করেছিল, যখন তারা বর্ণনাকারীদের উপর রায় দিয়েছিল এবং যখন তারা হাদীসের উপর রায় দিয়েছিল।

এই ক্ষেত্রে সুদক্ষ পণ্ডিতরা যখন এমন একটি প্রতিবেদন শুনতেন যা ভালো হতে পারে না, বা খুব ভাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তখন তারা এটি লিখে রাখতেন না বা মনে রাখতেন না, এবং যদি তারা এটি মনে রাখতেন তবে তারা এটি অন্যদের কাছে বর্ণনা করতেন না।

যদি কোনো স্বার্থ থাকে যা এটি উল্লেখ করে হাসিল করা যেতে পারে, তবে তারা তা উল্লেখ করতেন এবং প্রতিবেদনের সমালোচনা করে এবং বর্ণনাকারীর দোষ উল্লেখ করতেন (যেন অন্যরা) তা অনুসরণ করে। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ র. আর-রিসালায় (পৃ. ৩৯৯) বলেছেন, একজন বর্ণনাকারী সত্য বলছেন বা মিথ্যা বলছেন কিনা তা নির্দেশ করতে পারে যখন একজন বর্ণনাকারী এমন একটি প্রতিবেদন বর্ণনা করেন যা সত্য হতে পারে না, বা এটি অন্য কোনোও সত্যপ্রতিবেদনের বিপরীত বা এটি প্রমাণ করার জন্য আরও প্রমাণ রয়েছে।'[৬৭]

তিনি আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে অনেকটা এমন কিছু বলেছেন (নিজের মত করে উপস্থাপন করলাম), বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা যা শোনে এবং বর্ণনা করে সে সম্পর্কে খুব নমনীয়, কিন্তু ইমামগণ (শীর্ষস্থানীয় আলিমরা) বর্ণনাকারীদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি যে হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য নয় সেই ইসনাদে এক বা দুজন বর্ণনাকারী বা একদল বর্ণনাকারী পাবেন যাদের বিষয়ে মুহাদ্দিসিনদের জারাহ রয়েছে। আমরা দুর্বল বর্ণনাকারীদের জীবনীতে বা ত্রুটিপূর্ণ এবং বানোয়াট প্রতিবেদনের কথা বলে এমন বইগুলোতে অর্থাৎ রিজাল শাস্ত্রে এটি প্রচুর পরিমাণে পাই, যাদের সমালোচনা করেছেন ইমামরা ও কার বর্ণনা কেন গ্রহণযোগ্য নয় তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। যেসব আলিম হাদীস পরীক্ষা করেছেন তারা বর্ণনাকারীকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করতেন না যতক্ষণ না তারা তার বর্ণিত হাদীসগুলোকে একে একে পরীক্ষা করে না দেখেন।

হাদীসের সঠিকতা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আলিমগণ অত্যন্ত মনোযোগী, কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। যে সকল নেতৃস্থানীয় পণ্ডিতগণ হাদীসগুলো পরীক্ষা করেছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের মধ্যে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যা কিছু কালাম এবং তাদের অনুসারীদের পক্ষে গ্রহণ করা হয়তো কঠিন হতে পারে, তবে তারা সেগুলোকে ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি অনুসারে বলে মনে করেছেন এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যান্য সমস্ত শর্ত পূরণ করেছিল। তাছাড়া, তারা আল-কুরআনুল কারীমের এমন অনেক আয়াত খুঁজে পেয়েছেন যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা একই ধারণের কথা বলে। এটি কালামের পণ্ডিতদের পক্ষে মেনে নেওয়াও কঠিন, তবে হাদীস বিশারদরা জানেন যে নবী করীম সা. কুরআনে বিশ্বাস করতেন এবং অনুসরণ করতেন, তাই এটি খুব সম্ভব যে তিনি এমন কিছু বলবেন যা কুরআনে যা আছে তার অনুরূপ অর্থ বহন করে।[৬৮]

বহু প্রাচ্যবিদের দাবি হাদীস বিশারদগণ নাকি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করেছেন, যে হাদীসগুলো নিয়ে সমালোচনা বা আপত্তি উঠতে পারে সেই হাদীসগুলো নাকি মুহাদ্দিসগণ লুকিয়ে গেছেন এবং নিজের স্বার্থের হাদীসগুলোর ত্রুটিও নাকি লুকিয়েছেন। এই দাবিটি কতটা হাস্যকর তা কল্পনাতীত। কারণ হাদীস বিশারদগণ যারা ইতিহাস লিখছেন তারা যদি পক্ষপাত করতেন তাহলে স্যাটানিক ভার্স ও সূরা নাজমের সিজদার বিতর্কিত কাহিনি ইসলামের কোনো ইতিহাসের পাতাতেই থাকত না। যদিও কাহিনিগুলো সত্য নয় তা প্রমাণিত। ঠিক একই ভাবে আরো বলা যায় যেমন মুসলিম লেখকগণ অমুসলিমদের বহু অভিযোগের জবাব দিয়ে থাকেন হাদীস সম্পর্কিত, অনেক য'ঈফ ও জাল হাদীস দেখিয়েও অমুসলিমরা বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকে। যদি ইতিহাস সংগ্রহে পক্ষপাতিত্ব করা হতো তাহলে এসব একটাও হাদীস যেগুলো নিয়ে অমুসলিমরা অভিযোগ করে সেগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। শুধু এই একটি বিষয় দ্বারাই প্রথম অভিযোগটি খণ্ডন হয়ে যায়। আর তাদের দ্বিতীয় অভিযোগটি দেখে মনে হচ্ছে যে সকল হাদীস বিশারদই সম্ভবত নিজের স্বার্থ হাসিলের মত কোনো হাদীস সর্বপ্রথম পাওয়া মাত্রই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে একত্র হয়ে একই সময়ে একই বিষয়ে সকলে যুক্তি পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকলেই ত্রুটিযুক্ত হাদীসটির ত্রুটি লুকিয়ে যাবেন ও কেউ কোনো কিতাবে সেই ত্রুটি উল্লেখ করবেন না। এই যাবতীয় চিন্তাও আসে কী করে মাথায়! এই দাবিটির মত কিছু ঘটা যে অসম্ভবই তা একদম কমনসেন্সের বিষয়। কারণ আপনারা নিজেরাই একটু নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে চিন্তা করলেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

হাদীসের জন্য রিওয়ায়াত (বর্ণনা) পরীক্ষার সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূক্ষ্মতা ও সাফল্যের বিচারে পাশ্চাত্যের আধুনিকতম ইতিহাস পরীক্ষার পদ্ধতিও এর সঙ্গে তুলনীয় নয়। হাদীস বিশারদগণ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাবে যাচাই বাছাই করে অনুপ্রবেশকৃত মিথ্যা বর্ণনা কর্তন করে বিশুদ্ধ বর্ণনা আমাদের জন্য কিতাব আকারে সাজিয়ে রেখে গেছেন। মুহাদ্দিসগণ কতটা কঠোর ছিলেন হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনার বেলায় তা কল্পনাও করা যায় না। মুহাদ্দিসগণের মাঝে কঠিন নীতি ছিল যেন জেনে শুনে অগ্রহণযোগ্য হাদীসকে সহীহ না বলা হয়।[৬৯] হাদীস কার থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে সেই বিষয়ে যত কঠোর ছিলেন মুহাদ্দিসগণ ঠিক তেমনই কার থেকে ইলম নিচ্ছে সেই বিষয়েও কঠোর ছিলেন, কারণ মুহাদ্দিসগণের মতে জ্ঞানই হল ধর্ম, তাই সে কেমন, আকীদাহ কি, গ্রহণযোগ্য কিনা, সত্যবাদী ও হকের উপর আছে কিনা, দলীল দিয়ে ভুল সুধরানোর মনমানসিকতা রাখে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক থাকতেন ও থাকতে উপদেশ দিতেন। কার থেকে হাদীস শুনছেন সেই দিকে খেয়াল রাখতেন, সনদ না উল্লেখ করলে তারা সেই হাদীস গ্রহণ করতেন না, এমনকি কেউ সনদ না দিতে চাইলে তার থেকে হাদীসও গ্রহণ করতেন না। আর হাদীস বিশারদদের দক্ষতা, সততা, যোগ্যতা, মেহনত ও প্রচেষ্টা নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।[৭০]

৯৭ হিজরীতে জন্ম নেওয়া বিখ্যাত ইমাম সুফিয়ান আছ-ছাওরী র. এর মুখ থেকেই এই ইসনাদ পদ্ধতি ও রিজালশাস্ত্রের সফলতা সম্পর্কে শুনে নেওয়া যাক। তিনি বলেন,

عندما اخترع الكذابون أسانيد كاذبة استخدمنا ضدهم تاريخ الرواة

'যখন মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা প্রমাণ করেছিল, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে বর্ণনাকারীদের ইতিহাস ব্যবহার করেছি।'[৭১]

জানেন কেন এত কঠোরতা? কারণ মুসলিমদের মনে আখিরাতের ভয় রয়েছে ও আল্লাহ্র রহমত রয়েছে। হাদীস সংকলনের পদ্ধতির বেলায় সকল কার্যক্রম, সতর্কতা কুরআন ও সুন্নাহ্র দিক-নির্দেশনা অনুসারেই অবলম্বন করা হয়েছিল।[৭২] অপরদিকে অমুসলিমদের থেকে পাওয়া ইতিহাস কেমন? আশা করি আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে তাদের ইতিহাসের সত্যতা প্রমাণের তেমন কোনো আহামরি শক্তিশালী ভিত্তি নেই। বেশির ভাগ ইতিহাসই ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহু বছর পরে লিখিত হয়, এমন রেকর্ডও আছে মূল ঘটনার ২.৫-৩ শত বছর পরে সেই ঘটনার বিষয়ে অফিসিয়ালি লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়েছিল, ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে পরবর্তিতে কোনো সময় বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। অপর দিকে ইসলামে পুরো সুগঠিত একটি সিস্টেম তৈরি হয়েছে ইতিহাস রিজার্ভ করতে গিয়ে, যার সত্যতা প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে। যদি ইসলামের ইতিহাসের উপর কেউ প্রশ্ন তুলে তারাও কেউ অমুসলিমদের ইতিহাসকে সত্য বলার মত কোনো ভিত্তিই দেখাতে পারবে না।

এখন হয়তো অনেকেই বলতে পারে বর্তমানেও তো তাহলে কেউ সনদ বানিয়ে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে পারবে! পয়েন্টটা ঠিক কিন্তু এখানেও কিছু বিষয় লক্ষণীয়। কেউ যদি বর্তমানে কোনো জাল হাদীস বানায় ও জাল সনদ বানায় তাহলেও সেটা ধরা পড়ে যাবে, কারণ সেই সনদের ধারাবাহিকতা, রাবীদের যোগ্যতা ইত্যাদিতো সুস্পষ্ট করে লিখাই রয়েছে রিজালশাস্ত্রে। জাল হাদীস বানাতে গেলেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। তারপরও আলোচনা সাপেক্ষে মনে করে নিচ্ছি কেউ রিজাল শাস্ত্রের উপর উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করে এমন বানোয়াট সনদ তৈরি করল যাতে কোনো ত্রুটি নেই, তাহলেও হাদীসটি যে জাল তা ধরা পড়ে যাবে। এখন প্রশ্ন আসতেই পারে সেটা কী করে! এর উত্তর একদমই সহজ, কেউ যদি কোনো সনদে কোনো হাদীস বর্ণনা করে নিশ্চয়ই সেটা কোনো না কোনো প্রাচীন হাদীস গ্রন্থে থাকবেই। যদি কোনো কিতাবেই তার উল্লেখ না থাকে তাহলে সহজই প্রমাণিত হয়ে যাবে হাদীসটি বানোয়াট। কারণ বর্তমান যুগ অতীতের সেই হাদীস সংকলনের যুগের মত নয় যেখানে নতুন নতুন সনদে হাদীস বর্ণিত হচ্ছে, অথচ অতীতের কোনো হাদীস শাস্ত্রের কিতাবে যদি তা উল্লেখ না থাকে তাহলে সেই সনদ যে বানোয়াট সেটা খুব সহজেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এখন কেউ এটাও বলতে পারে যে অতিতেওতো জাল সনদ বানানোর সুযোগ ছিল! এই কথাটাও চরম বাস্তব এমনকি এই কাজ বহু হাদীস জালকারী করেছেও, আপনারা জাল হাদীস নিয়ে রচিত কিতাবগুলো যদি পড়ে দেখেন তাহলে সেখানেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ সেগুলোও খুব সহজে বের করতে সক্ষম ছিলেন। কারণ সাধারণ যেকোনো মানুষ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না, এবং সাধারণ যেকোনো মানুষ বর্ণনা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হতোই না, যাদের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত যে হাদীসের রাবী সে বা তারা তাহলেই তাদের থেকেই হাদীস গ্রহণ করা হত। আর হাদীস গ্রহণ করার পূর্বেই বা পরে আলিমগণ সেই রাবীর বিস্তারিত বায়োডাটা খুঁজে বের করে ফেলতেন, যার মাধ্যমে তারা সেই রাবীর আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড, আকীদাহ, অভ্যাস, চরিত্র, সততা সম্পর্কে খুব সহজেই জেনে যেতেন। সেই রাবী যদি এর আগেও একই কাজ করে থাকে ও সেই সময়ে তাকে যে মুহাদ্দিস দেখেছেন তার জারাহ থেকেও তার জালিয়াতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এছাড়া তারা যে রাবীদের নামে বানোয়াট সনদ তৈরি করছে তারা যদি সমসাময়িক হতেন অর্থাৎ জীবিত থাকতেন তাহলেতো তারাই স্বীকারোক্তি দিয়ে দিতেন যে হাদীস বানোয়াট। সনদ যে বানোয়াট সেটা মুহাদ্দিসগণ বুঝতে পারতেন। কিন্তু এখানে সংক্ষেপায়ন করা হয়েছে।

আরেকটি অভিযোগ দেখা যায়, হাদীস রাসূলুল্লাহ সা-এর দুই থেকে আড়াইশত বছর পরে সংকলিত করা হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে হাদীস সংকলনের পদ্ধতির দুর্বলতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বা যারা এই অভিযোগ করে থাকে তারা যে চরম অজ্ঞতায় নিমজ্জিত তারা হয়তো নিজেরাও যা কখনো উপলব্ধি করতে পারেন নি। এর কারণ হলো, আমরা অতীতের বহু কিতাব থেকে জানতে পারি 'সহীফায়ে সাদিকা' নামক হাদীস সংকলনের কিতাব যা সংকলন করেছেন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)। 'সহীফা হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ' যা আবূ হুরায়রা রা. এর ছাত্র হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ সংকলন করেন। তিনি ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ এর ভাই ছিলেন। সেই হিসেবে হাদীস গ্রন্থটি হিজরী ৫৮ সালের আগেই সংকলিত।

এছাড়া আরেক সাহাবী আবূ মূসা আল আশ'আরী রা. থেকেও একটি সহীফার কথা জানা যায় যার নাম হল 'সহীফা আবূ মূসা আল আশ'আরী'। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা. থেকেও 'সহীফা জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ' নামে একটি হাদীস সংকলনের কিতাব সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া সাহাবীদের থেকে আরো কিছু হাদীসের সংকলন পাওয়া যায় সেগুলো হলো, 'সহীফাতু সাদ ইব্‌ন উবাদা', 'সহীফা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা', 'সহীফা আবূ সালামা আল আশজাঈ', 'কিতাবুছ ছিকাহ, 'সহীফায়ে আমর ইব্‌ন হাযম', 'সহীফায়ে আলী', 'সহীফায়ে ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর', 'সহীফায়ে সামুরা ইব্‌ন জুনদাব', 'সহীফায়ে আনাস ইব্‌ন মালেক', 'সহীফায়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস', 'সহীফায়ে উমর ইবনুল খাত্তাব', 'সহীফায়ে উসমান', 'সহীফা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ', 'মাজমুয়া মুগীরা ইব্‌ন শু'বা মুসনাদু আবূ হুরায়রা', 'রিওয়ায়াতে আয়েশা সিদ্দীকা', 'মাকতুবাতে হযরত নাফি', 'সহীফায় বশীর ইব্‌ন নাহীক' ইত্যাদি।[৭৩]

এগুলো ছাড়াও হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইমাম মালিকের (মৃত ১৭৯ হি.) 'আল-মুয়াত্তা' সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ। তিনি প্রায় একলক্ষ হাদীস থেকে প্রায় একহাজার নয়শ হাদীস সংকলন করেছেন। এর পূর্বে ইমাম আবূ হানীফা (১৮০ হি.) দেশ-দেশান্তরে সফর করে ৪০ হাজার থেকে সহীহ ও আমলযোগ্য আহকামের হাদীসগুলো বাছাই করে তিনি একটি হাদীসের কিতাব লিখেন, যার নাম 'কিতাবুল আছার'। আল-জামি' সুফিয়ান আছ-ছাওরী, মুসনাদু উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা, মুসনাদুল হুমায়দী, মুসনাদু মূসাদ্দাদ ইব্‌ন মাসারহাদ, মুসনাদ আবূ দায়ূদ তায়ালিসী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ এগুলো ইমাম বুখারীর অনেক অনেক পূর্বেই লিখা হয়েছে। এগুলো প্রায় ১০০ থেকে ২০০ হিজরির মধ্যে লিখা হয়েছে। যদিও বহু মূসান্নাফ, সহীফা, মুসনাদ বা হাদীস সংকলনের কিতাব সমূহ কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে কিন্তু তারপরও আমরা সেগুলোর অস্তিত্ব থাকার কথা পরবর্তী আলিমদের কিতাবাদিতেই পেয়ে যাই, এমনকি সাহাবীগণের সংকলিত বহু হাদীসের কিতাব থেকে হাদীস পরবর্তীতে মুসনাদু আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম, মূসান্নাফে আবী শায়বাহ, মুসনাদ আল-বাজ্জার, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মার মত প্রাচীন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছিল।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়ন ও ফিকহি বিষয়ে কাজ করেছেন ও বিভিন্ন কিতাব লিখেছেন, তাদের মধ্যে খুব পরিচিত কিছু মনীষী হলেন, মক্কায় ইব্‌ন জুরাইজ (মৃত ১৫০ হি.); ইব্‌ন ইসহাক (মৃত ১৫২ হি.), মদীনায় সায়ীদ ইব্‌ন আবূ আরুজা (মৃত ১৫৬ হি.), রুবাই ইব্‌ন সুবাইহ (মৃত ১৬০ হি.) ও মালিক ইব্‌ন আনাস (মৃত ১৭৯ হি.); বসরায় হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ্ (মৃত ১৭৬ হি.) ও ইব্‌ন আরূবা; কূফায় সুফিয়ান আছ-ছাওরী (মৃত ১৬১ হি.); সিরিয়ায় আবূ আমর আল-আওযায়ী (মৃত ১৫৬ হি.); ওয়াসতে হুশাইম (মৃত ১৮৮ হি.); লাইস ও ইব্‌ন লাহ্ইয়া; খুরাসানে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (মৃত ১৮১ হি.); ইয়ামানে মা'মার (মৃত ১৫৩ হি.); রায় শহরে জারীর ইব্‌ন আবদুল হামিদ (মৃত ১৮৮ হি.)।[৭৪] আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক রা. (মৃত ১৮১ হি.), আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব (মৃত ১৯৫ হি.); আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (মৃত ১৯১ হি.) ও আশহুব (২০৪ হি.), ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই (২৩৮ হি.), ইমাম শা'বী (মৃত ১০৪ হি.), হুশায়ম ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন আবূ হাযিম (মৃত ১৮৩ হি.), আবদুর রাযযাক ইব্‌ন হাম্মাম আস-সান'আনী (২৩৫ হি.), মা'মার ইব্‌ন রাশিদ (মৃত ১৫৪ হি.), আদ-দারিমী (মৃত ২৫৫ হি.), ইমাম মকহুল (মৃত ১৩৪ হি.) আর ইমাম আয্-যুহরী র.ও যিনি ১২৩-২৫ হিজরী সনের মধ্যে কোনো এক সময় ইন্তিকাল করেন।

৭. ইসনাদের পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর নিরপেক্ষ মন্তব্য

ইসনাদের পদ্ধতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিছু বক্তব্য দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। নিম্নে মনীষীগণের মতামত গুলো বর্ণনা করা হলো :

১. খতীব আল বাগদাদী র. লিখেছেন,

لبحث في الإسناد مهم جداً في علم الْحَدِيْث، من أجل التوصل إلى مَعْرِفَة الْحَدِيْث الصَّحِيْح من غَيْر الصَّحِيْح، إِذْ إنّه كلما تزداد الحاجة يشتد نظام المراقبة، فعندما انتشر الْحَدِيْث بَعْدَ وفاة النَّبِيّ ﷺ اشتد الاهتمام بنظام الإسناد، وعندما بدأ السهو والنسيان يظهران كثر الالتجاء إلى مقارنة الروايات، حَتَّى أصبح هَذَا المنهج مألوفاً معروفاً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ؛ إِذْ إنه لا يمكن الوصول إلى النص السليم القويم إلا عن طريق البحث في الإسناد، والنظر والموازنة والمقارنة فِيْمَا بَيْنَ الروايات والطرق. من هنا ندرك سر اهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بِهِ، إذ جالوا في الآفاق ينقّرون أَوْ يبحثون في إسنادٍ، أَوْ يقعون عَلَى علة أَوْ متابعة أَوْ مخالفة، وكتاب

'ভুল হাদীস থেকে সহীহ হাদীসকে আলাদা করার জন্য হাদীসশাস্ত্রে ইসনাদ (চেইন অব ট্রান্সমিশন) নিয়ে গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন প্রয়োজন হয় তখন এই গবেষণা/বিশ্লেষণ/পর্যবেক্ষণও জোরদার হয়। রাসূলুল্লাহ্ সা এর মৃত্যুর পর যখন হাদীসগুলো প্রচারিত হওয়া শুরু করলো, ছড়িয়ে পড়া শুরু করলো, এবং তার মধ্যে অনেকের ভুলে যাওয়া কিংবা কনফিউশন সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হলো, অনেকেই যখন বর্ণনাগুলোর মধ্যে তুলনা করতে আরম্ভ করলেন তখন এই ইসনাদ ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ তীব্রতর হলো লোকেদের। কারণ সনদ খোঁজা, বিশ্লেষণ, বর্ণনা ও পদ্ধতির তুলনা করা ছাড়া হাদীসের সঠিক শব্দে [বর্ণনায়] পৌঁছানো সম্ভব নয়। আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি মুহাদ্দিসগণের আগ্রহের রহস্য কী। তারা হাদীসের সনদের দুনিয়ায় বিচরণ করতেন, যদি সমস্যা/বৈপরিত্য/বিচ্ছিন্নতা থাকতো তাঁরা নিজেদের কিতাবে তা উল্লেখ করতেন।'[৭৫]

২. ইবনুস সালাহ র. বলেছেন,

হাদীস বিজ্ঞানটি (সংকলনের পদ্ধতি) পুণ্যবিজ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বাধিক উপকারী। হাদীস বিজ্ঞানের ভূমিকা প্রভাবশালী। 'এটি পুরুষদের মধ্যে সম্ভ্রান্তদের দ্বারা পছন্দ করা হয় এবং ভুল ও সম্পূর্ণ বৃত্তি প্রাপ্তদের থেকে সঠিক যাচাইয়ের সাথে সম্পর্কিত সেই আলিমদের প্রতি ঝোঁক রয়েছে; কেবল অবজ্ঞাহিত এবং এটিকে অপছন্দকারী কেবল তারাই। তাদের বিভিন্ন শাখায় অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি বিশেষত বিস্তৃত বিজ্ঞান, বিশেষত আইনশাস্ত্রে তাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।'[৭৬]

৩. আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম র. বলেন,

فَلَوْلَا الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ، وَكَثْرَةُ مُوَاظَبَتِهِمْ عَلَى حِفْظِهِ، لَدَرَسَ مَنَارُ الْإِسْلَامِ، وَلَتَمَكَّنَ أَهْلُ الْإِلْحَادِ وَالْبِدَعِ فِيهِ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ، وَقَلْبِ الْأَسَانِيدِ، فَإِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا تَعَرَّتْ عَنْ وُجُودِ الْأَسَانِيدِ فِيهَا كَانَتْ بُتْرًا.

'যদি ইসনাদ না থাকত, এবং এই দলটি (মুহাদ্দিসগণ) সেগুলো খোঁজ না করতেন, এবং এটি ধারাবাহিকভাবে এটি মুখস্ত না করত, আর বেশি বেশি উল্লেখ না করতেন তাহলে ইসলামের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং কাফের ও বিদাতিরা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে মিথ্যুকেরা পার পেয়ে যেতো এবং হাদীসের সনদগুলো উলোট পালোট হয়ে যেতো। আর এভাবেই বিদআতিরা বাতিলের ওপর বিজয়ী হতো। কেননা হাদীসকে যদি সনদের প্রয়োজনীয়তা থেকে বিমুখ করে দেয়া হয় তাহলে সে হাদীস ভিত্তিহীন হয়ে যায়।'[৭৭]

৪. হাঙ্গেরিয়ান ওরিয়েন্টালিস্ট ডা. এলায়স স্প্রেংগার '*আল-ইসাবাহ*' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন,

'মুসলিমদের মহাকৃর্তি তাদের এই জীবনিশাস্ত্র, পৃথিবীতে অতীতের কোনো সম্প্রদায় এমন ছিল না, আজও নেই, যারা মুসলমানদের মতো ১২ শতাব্দি ধরে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির 'আসমাউর রিজালে'র (বর্ণনাকারীদের জীবনী) সুবিশাল শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছে। যদি মুসলিমদের রচিত জীবনচরিত না সংগ্রহ করা হয়, আমরা খুব সম্ভবত তার মাধ্যমে আজ পাঁচ লাখ মানুষের জীবনী সম্পর্কে জানা যেতে পরে, দেখা যাবে একটা দশকও নেই এবং এমন একটা স্থানও নেই যা কৃতিপুরুষের জন্ম দেয়নি।'[৭৮]

৫. ড. হুমাম সা'ঈদ বলেছেন,

সুতরাং এটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে হাদীস বিশারদদের পদ্ধতি কুরআনের পদ্ধতি, যা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত, এবং এটি একটি সমালোচনামূলক পদ্ধতি যা ঐতিহাসিক প্রতিবেদনগুলোর সাথে সম্পর্কিত; অন্য কথায়, প্রতিবেদনগুলোর সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা না করে কোনো একটি বর্ণনা করা হাদীস গ্রহণ করা হয় না, এবং এই হাদীসটি গ্রহণ করার জন্য কোনও পণ্ডিত বা সম্মানিত ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করা যথেষ্ট নয়। বরং এটি অপরিহার্য যে রিপোর্টটি যিনি বলেছিলেন তার গুণাবলী প্রমাণ করা উচিত, সাধারণ নির্দেশিকাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা উচিত।

ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত এই সমালোচনামূলক পদ্ধতিটি তওরাত এবং গসপেলের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল এবং ইসলামের আগে সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রে এটি অনুপস্থিত ছিল। অতঃপর ইসলাম বিশ্বকে এই সঠিক পদ্ধতি প্রদান করেছে যার ভিত্তি গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং সঠিক চিন্তার উপর ছিল। চার্লস গুইনেভার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করার এই পদ্ধতিটিকে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়েউঠা খ্রিস্টানদের পদ্ধতির সাথে তুলনা করেছিলেন, যা কোনও আলোচনা বা সমালোচনামূলক পরীক্ষা ছাড়াই পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতিবেদনগুলো গ্রহণ করে।

অনেক গবেষক পবিত্র কুরআন এবং হাদীস বিজ্ঞানের মধ্যে এই পদ্ধতিগত সংযোগকে উপেক্ষা করেছিলেন, অনেকে ভেবেছিলেন যে হাদীস পণ্ডিতদের পদ্ধতিটি এক ধরনের অতুলনীয় প্রতিভার ফলাফল এবং কেবল প্রয়োজনের কারণে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু যে সত্য নিয়ে সন্দেহ করা যায় না তা হলো, হাদীস পণ্ডিতদের পদ্ধতি কুরআনের একটি পদ্ধতি এবং ইসলাম ধর্মের অলৌকিক আকৃতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ যেমন তাঁর পবিত্র কিতাবকে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনি তিনি সুন্নাহ্কে সামগ্রিকভাবে সংরক্ষণ করেছেন, বিলুপ্ত হওয়া এবং ভুলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।[৭৯]

৬. ড. খালদুন আল-আহদাব বলেন,

উসূলুল হাদীসের বিকাশ ছিল যৌক্তিক ভিত্তিতে। যদি তা না হত, তাহলে মুসলিম মানস গঠনে এটি কখনোই এত বড়ো প্রভাব ফেলতে পারত না। উসুল আল-হাদীসের এই যৌক্তিক বিকাশ শুরু হয় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ-এ বর্ণিত পদ্ধতিগত ও যৌক্তিক নীতি থেকে, যার উপর ভিত্তি করে বর্ণনাকারী এবং তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা পরীক্ষা করা, যার উপর ভিত্তি করে উসুল আল-হাদীসের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের এই শাখার বিকাশের প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে এই কারণে যে হাদীস পণ্ডিতরা একটি হাদীস পরীক্ষা করার সময় যুক্তির দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন, চারটি পর্যায়ে এটি কতটা সঠিক তা দেখার জন্য।[৮০]

৭. ড. আব্দুল্লাহ দাইফুল্লাহ আর-রুহাইলি বলেন,

রিপোর্ট যাচাইয়ের বিষয়ে একাডেমিক গাইডলাইন, তথা হাদীস বিশারদগণের পদ্ধতি, অদৃশ্যের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং এগুলো হলো যুক্তিসঙ্গত নির্দেশিকা যা যুক্তি, প্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্য, প্রতিবেদনের তুলনা বা অন্যান্য নির্দেশিকা বিবেচনা করে হাদীস পণ্ডিতরা একটি প্রতিবেদনের সত্যতা প্রমাণের বিষয়ে বিকশিত

করেছেন। এই নির্দেশিকাগুলো, যুক্তিসঙ্গত এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত, যেন সমস্ত মানুষ তা বুঝতে এবং গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।[৮১]

৮. রেজা আসলান শ্যাচের ম্যাক্সিমামের উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

ইসনাদ যত বেশি নিখুঁত, পরবর্তী ঐতিহ্য যাকে তিনি (আসলান) 'মনস্তাত্ত্বিক কিন্তু নির্ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।[৮২]

৯. ইংলিশ ওরিয়েন্টালিস্ট ডেভিড স্যামুয়েল মার্জোলিওথ বলেন,

মুসলিমদের কাছে ইসনাদ নামের সুসংহত যে ঐতিহ্য আছে, এটা নিয়ে অবশ্যই তারা গর্ব করার অধিকার রাখে।[৮৩]

১০. অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ স্প্রেনজার (Aloys Sprenger) লেখেন,

হাদীস সংকলনের ইতিহাস শুধু মুসলিমদের নয়; বরং গোটা মানব ইতিহাসের এক বিশাল অর্জন। কারণ, বিশ্ব সভ্যতার সামনে মুসলিমরাই কেবল এমন এক জাতি, এক ব্যক্তি [মুহাম্মাদ সা.-এর কথা সংকলন করতে অর্ধ মিলিয়ন (পাচ লাখ) মানুষ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এ সকল মনীষীর জীবনের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায় জ্বলজ্বল করতে দেখি।[৮৪]

১১. প্যাট্রিসিয়া ক্রোন উল্লেখ করেছেন যে,

প্রাথমিক ঐতিহ্যবাদীরা এখনও বর্ণনার শৃঙ্খল (ইসনাদ) পরীক্ষা করার পদ্ধতি গুলো বিকাশ করছিল যার পরবর্তী মানগুলো ঐতিহাসিক উপাদানগুলোর কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও ঘাটতিযুক্ত ছিল। পরে যদিও তারা অনবদ্য শৃঙ্খল ধারণ করেছিল, তবে বানোয়াট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল।[৮৫]

৮. উপসংহার

মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের যুগে সনদের বিচারের মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করেন। মুহাদ্দিসগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইতিহাস ও সিয়ারবেত্তাগণও ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রেও সনদ ব্যবহার করেন। যেমন ইবনু *ইসহাকের সীরাত*, ওয়াকিদীর আল-*মাগাযী*, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ-এর *তাবাকাত*, তাবারীর *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খলীফা ইব্‌ন খাইয়াতের *তারীখ* গ্রন্থে সনদের ব্যবহার দেখা যায়। তারা ইতিহাস এবং জীবন-চরিত বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধতার জন্য সনদের ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাফসীর ও আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থেও সনদের ব্যবহার দেখা যায়। তবে হাদীসের সনদের ক্ষেত্রে যেমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তেমনি ইতিহাস ও আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সনদের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়নি।[৮৬] মুহাদ্দিসগণ হাদীসের *ইসনাদ* সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশ পর্যন্ত গমন করেন। এ সফরকে ইসলামে মুস্তাহাব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী র. হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। কোথাও কারো ব্যাপারে কোনো ত্রুটি পাওয়া গেলে তিনি তাঁর হাদীস গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অতএব বলা যায় *ইসনাদ* সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা হাদীস চর্চাকারীর জন্য অত্যাবশ্যক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. মোহম্মদ বেলাল হোসেন, '*উলূমুল হাদীস* (ঢাকা: বিআইআইটি, ২০২৪ খ্রি.), পৃ. ২১৯।

২ ইসমা'ঈল ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জাওহারী, *আস্-সিহাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৪৮৯।

৩ ইব্‌ন মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরার*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২২০।

৪ ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *নুখবাতুল ফিকার* (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২২০।

৫ মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস* (কায়রো: মাকতাবাতুল ওয়াহবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৮।

৬ যাফর আহমাদ উছমানী, *মুকাদ্দামাতু ই'লাউস সুনান*, তাহকীক: মুহাম্মদ তাকী উছমানী (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ২৬; ড. উমর ইবন হাসান, *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীস*, পৃ. ৮।

৭ ড. মাহমূদ তাহ্‌হান, *তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৮।

৮ ড. আব্দুল্লাহ্ শা'বান, *কাওয়াইদুল মুহাদ্দীসিন* (কায়রো: দারুস সালাম, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৬।

৯ ড. মাহমূদ তাহ্‌হান, *তায়সীরু মুস্তালহিল হাদীস*, পৃ. ১৮।

১০ শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-উছায়মীন, *শারহুল বায়কূনিয়্যাহ* (কায়রো: দারুল আছার, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৪।

১১ আবদুর রহমান আল-খুমাইসী, *মু'জামু উলূমিল হাদীসিন নাবাবিয়্যাহ* (জিদ্দা : দারু ইব্‌ন হায্‌ম, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১৯৬-১৯৭।

১২ মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৮।

১৩ ড. মুহাম্মদ সাব্‌বাগ, *আল-হাদীসুন্-নববী* (আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৫৫, জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়া'ইদুত তাহদীছ* (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ১০৮।

১৪ ড. তাকী উদ্দীন আন্-নদভী, *ইলমু রিজালিল হাদিস* (লৌক্ষ্ণ: মাকতাবাতুল ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২০।

১৫ *পূর্বোক্ত*।

১৬ তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, *তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল-কুবরা*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল-আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩১৪।

১৭ ড. নূরুদ্দীন আত্তার, *মানহাজুন্ নাকদি ফী উলূমিল হাদীস* (দিমাশক: দারুল ফিক্‌র, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮।

১৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ : দারুস্-সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১১৪।

[১৯] মুহাম্মদ আবূ যাহু, *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিছুন* (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১১২; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস*, পৃ. ২২১-২২২।

[২০] আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী, *সুনানুদ্ দারিমী*, ২য় খণ্ড (আল-মামলাকাতুস্ সাউদিয়্যাহ: দারুল মুগনী, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি./ ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৬৪।

[২১] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, *উসূলুত্ তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মাআরিফম ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.) , পৃ. ১৩৯।

[২২] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৮।

[২৩] এমন হাদীস যা বিশুদ্ধ ইসনাদে স্বল্প সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যদি ইসনাদে কোনো দুর্বল রাবী থাকে তবে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। বিশেষ করে পরবর্তীকালের কোনো মিথ্যাবাদী যদি সে ইসনাদে থাকে যে সাহাবী থেকে শ্রবণ করেছে বলে দাবী করে। যেমন, ইব্ন হুদবাহ্, দীনার, খারাশ, নু'আয়ম ইব্ন সালিম, ইয়া'লা ইব্ন আশদাক, আবুদ্-দুনয়া আল-আশাজ্জ প্রমুখ। দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি তাকরীবুন নাবাবী*, ২য় খণ্ড (দারুত্ তাইয়্যেবাহ, তা.বি.), পৃ. ১৬১-১৬২।

[২৪] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালহিল হাদীস*, পৃ. ২২৫।

[২৫] *পূর্বোক্ত*।

[২৬] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৮।

[২৭] ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *শারহু নুখবাতিল-ফিকার* (ঢাকা: কুতুব খানা রশীদিয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ. ৮৯।

[২৮] তিনি ইমাম বুখারী র.-এর একজন শায়খ। দ্র. পাদটীকা, *তায়সীরু মুসতালাহিল-হাদীস*, পৃ. ২২৬; উল্লেখ্য, সাররাজ অর্থ চেরাগ বিক্রেতা অথবা চেরাগ তৈরীকারক। তিনি মুসতাজাবুদ-দা'ওয়াহ্ ছিলেন। তিনি ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *হাশিয়া নুখবাতুল-ফিকার*, পৃ. ৮৯।

[২৯] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালহিল হাদীস*, পৃ. ২২৬।

[৩০] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৯।

[৩১] কা'নাবী র. ছিলেন ইমাম বুখারী র.-এর শায়খ। দ্র. পাদটীকা, *তায়সীরু মুসতালাহিল-হাদীস*, পৃ. ২২৬।

[৩২] *পূর্বোক্ত*।

[৩৩] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৯।

[৩৪] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালহিল হাদীস*, পৃ. ২২৭।

[৩৫] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৯।

[৩৬] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮।

[৩৭] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৮।

[৩৮] ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, *আল-হাদীসুন নববী*, পৃ. ১৫৮।

[৩৯] ড. নূরুদ্দীন আত্তার, *মানহাজুন্ নাকদি ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ৩৬২; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস*, পৃ. ২২৬।

[৪০] ড. মাহমূদ তাহ্হান, *তায়সীরু মুস্তালহিল হাদীস*, পৃ. ৯৮৪।

[৪১] ড. নূরুদ্দীন আত্তার, *মানহাজুন্ নাকদি ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ৩৬৩।

[৪২] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীস*, পৃ. ২২৬-২২৭।

[৪৩] যেমন, নিম্ন সনদের রাবীগণ উচ্চ সনদের রাবীগণের তুলনায় অধিক ছিকাহ্ বা হাফিয বা ফিক্‌হ-এর ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শি।

[৪৪] মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী উলূমিল হাদীস*, পৃ. ১৭৯-১৮০।

[৪৫] *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৭।

[৪৬] সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, বাবু মাজাআ ফী খিদাবিস্ সাওয়াদি, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), হাদীস নং ৪২১২, পৃ. ৮৭।

[৪৭] ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, *উসূলুত্ তাখরীজ ওয়া দিরাসাতিল আসানীদ*, পৃ. ১৩৯।

[৪৮] *তাদরিব আল-রাউই*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; *তাদকিরাত আল-হুফফাজ লিয-যাহাবী*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৩৩।

[৪৯] খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, ১ম খণ্ড (মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৩৯৩; ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, *শারহু নুখবাতুল ফিকার*, পৃ. ১৫৭; শামসুদ্দীন আস্-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস আল-ইরাকী*, তাহকীক: আলী হুসাইন আলী, ৩য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৩১; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরি সিহাহ সিত্তাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./ ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪২।

[৫০] ইবনুল আছীর আল-জাযারী, *জামিউল উসুল ফী আহাসির রাসূল*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯ হি./ ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ১০৯।

[৫১] শামসুদ্দীন আস্-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস আল-ইরাকী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরি সিহাহ সিত্তাহ*, পৃ. ৪২।

[৫২] শামসুদ্দীন আস্-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস আল-ইরাকী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১; ইবনুল আছীর, *জামিউল উসূল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরি সিহাহস আস্-সিত্তাহ*, পৃ. ৪২।

[৫৩] *উসূল মানহাজুন-নাকদ আন আহলুল হাদীস*, পৃ. ৬১।

[৫৪] আব্দুল করীম আস্-সাম'আনী, *আল-ইলমইা ওয়াল-ইসতিমলাই* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।

[৫৫] আল-খতীব আল-বাগদাদী, *শারাফু আসহাবিল হাদীস*, তাহকীক: ড. মুহাম্মাদ সা'ঈদ খাতী আওগালী (ইনকারাহ: দারু ইহ্ইয়াইস সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪০; শামসুদ্দীন আস্-সাখাবী, *ফাতহুল মুগীস, ফাতহুল মুগীস বিশারহি আলফিয়াতিল হাদীস আল-ইরাকী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

[৫৬] মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়াদ্-দু'আফাই ওয়াল-মাতরূকীন*, ১ম খণ্ড (হালব: দারু আল-ওয়া'ঈ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৬ হি.), পৃ. ৩০।

[৫৭] ইব্‌ন তায়মিয়্যাহ, *মাজমু' আল ফাতাওয়া*, ১ম খণ্ড (আল-মাদীনাতুন নাবাবিয়্যাহ: মাজমা'উল মালিক ফাহাদ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৯; উদৃত আয়াতটি সূরা আন্-নিসা, ৪: ৫৯।

[৫৮] মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্‌ম আল-আন্দালসী, *আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল নিহাল*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, তা.বি.), পৃ. ৮২-৮৩।

[৫৯] মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আল-কাত্তানী, *ফাহ্‌রিসুল ফাহারিস ওয়াল আছবাত ওয়া-মু'জামুল মু'আজিম ওয়াল-মাশীখাতু ওয়াল-মুসালসালাত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.),পৃ. ৮০।

[৬০] আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-জামিল'উল আখলাক আর-রাবী ওয়াল-আদাব আস্-সামি'*, তাহকীক: ড. মাহমূদ আত্-তাহ্‌হান, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.), হাদীস নং ১৬৪০, পৃ. ২১২।

[৬১] *জারহ আল-তাসরিব*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

[৬২] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, তাহকীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৪; *তাবিয়্যাত মুহাম্মাদ ফুয়াদ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪-৫।

[৬৩] জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি তাকরীবুন নাবাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

[৬৪] মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান, *আল-মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন ওয়াদ্-দু'আফাই ওয়াল-মাতরূকীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫; আবূ হাতিম আর্-রাযী, *আল-জারহ ওয়াল-তা'দীল*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১২৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), পৃ. ২৮৯।

[৬৫] ইউসুফ আল-মিয্‌যী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*, ১০ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৪১৪; মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুযায়মাহ, *সহীহ ইবনু খুযায়মাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মুকতাবাতুল ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ৩৭৬।

[৬৬] মুহাম্মাদ আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী, *আল-রাফ ওয়াল-তাকমীল ফিল-জারহি ওয়াত্-তা'দীল*, তাহকীক: আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (হালব: মাকতাবাতুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ৪০৯-৪৩২; *শরফ আসহাব আল-হাদীস*, পৃ. ৪৩; *আল-মুকিজাহ*, পৃ. ৮৪।

[৬৭] *আরশীফ মুলতাকা আহলিল হাদীস*, ২য় খণ্ড (১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩ ও ৭৫; *আল-আনওয়ার আল-কাশিফাহ*, পৃ. ৬-৭।

[৬৮] আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলম আর-রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৪২৯; *আল-আনওয়ার আল-কাশিফাহ*, পৃ. ৬-৭।

[৬৯] *মাওকিফুল আকলি ওয়াল ইলমি ওয়াল আলম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭; *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭ (ভূমিকায় ইমাম মুসলিম)।

[৭০] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; *মুকাদ্দিমাহ্ সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩৪৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ১৬শ খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর-রিসালাহ্, ১২শ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৭১।

[৭১] *উসূল মানহাজ আল নাকদ আনদ আহলিল হাদীস*, পৃ. ৮০।

[৭২] হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই: রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশ ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি।

[৭৩] বিস্তারিত জানতে বিভিন্ন হাদীস সংকলন বিষয়ে কিতাবসমূহ দেখতে পারেন।

[৭৪] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৬তম মুদ্রণ, ২০১৯ খ্রি.), ৩২৩।

[৭৫] *আরশীফ মুলতাকা আহলিল হাদীস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০/৩৭২।

[৭৬] ইবনুর সালাহ, *উম্মুল হাদীস* (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৫।

[৭৭] মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী, *ম'রিফাতু উলুমিল হাদীস*, তাহকীক: সাইয়্যেদ মু'আয্‌যাম হুসাইন (আল-কাহিরা: দারুল কুতুবিল মিসবিয়্যাহ, ১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ৬; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরি সিহাহ সিত্তাহ*, পৃ. ৩৯।

[৭৮] *খুতবাতু মাদরাস*, পৃ. ৪৫।

[৭৯] *আল-ফিকর আল-মানহাজি ইন্দাল মুহাদ্দীস*, পৃ. ২৪।

[৮০] *আতহার ইলম উসুলুল হাদীস ফী তাশকিল আকল আল-মুসলিম*, পৃ. ১৯।

[৮১] *হিওয়ার হাওলা মনহাজ আল-মুহাদ্দিসীন ফী নাকদ আর-রিওয়ায়াত সানাদন ওয়া মাতনান*, পৃ. ১২-১৩।

[৮২] No God But God: The Origins, Evolution, and Future of Islam by Reza Aslan, (Random House, 2005) p.163.

[৮৩] *আল-মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ*, পৃ. ২৩৪-২৫৩।

[৮৪] ১৮৫০ সনে হাফিয ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী র. লিখিত আল-ইসাবা গ্রন্থটি সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশ কালে কিতাবটির ভূমিকায় লিখে।

[৮৫] Patricia Crone, Roman, *Provincial and Islamic Law* (1987/2002, paperback edition), pp. 23–34.

[৮৬] আকরাম যিয়া আল-উমরী, *বুহুসুন ফী তারীখিস সুন্নাহ* (বৈরূত: ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৫৯।